নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
পায়ে চোট লাগায় তুই পিকনিকে যেতে পারিস নি। তাই তোর জন্যে মিষ্টি নিয়ে এলাম।
ভালো করেছিস! দে।
ওঃ! ভালো ভালো জিনিস দিয়েছে! এবারে খেয়ে নি!
অ্যাঃ!
হিঃ হিঃ! কেমন ম্যাজিক বলতো নন্টে? ছিলো তোর হাতে, এলো আমার হাতে, তারপর একেবারে দাঁতে
এটা কি ভালো হলো কেল্টুদা?
ভালো নয়, বলিস কি বৎস! এসব জিনিস তোর পৈটিক কুশল বিঘ্নিত হয়ে শারীরিক ক্ষতি সাধন করতে পারতো, কিন্তু আমি যখন আছি তখন তো তা হতে দিতে পারি না!
হতচ্ছাড়া শয়তান!

পরদিন
কোথায় যাচ্ছিস রে নন্টে ?
স্যারের বন্ধুরা আসবেন, তাই স্যার রেস্টুরেন্ট থেকে চিকেন কবিরাজী কিনে আনতে বললেন। চল্ না !
আঃ! কি সুঘ্রান রে মাইরি! নাকে গেলেই জিভে জল এসে যায়!
যা বলেছিস! একদিন টেস্ট করতে হবে!
কি টেস্ট করবি রে ফন্টে ? আরে আরে, ঠোঙায় করে ও আবার কি নিয়ে যাচ্ছিস রে নন্টে ?
এদিকে নজর দিও না কেল্টুদা!
ইস ! আবার এই সব যা তা কিনে খাচ্ছিস ? তোদের ভালোর জন্যে আর কতো অখাদ্য খেতে হবে বল দিকিনি ?
পনেরো মিনিট পরে
কে তোমাকে এসব অখাদ্য খেতে বলেছে? ওরে বাবা! এখন আমি স্যরকে কি বলবো !
একঘন্টা পরে
এই যে স্যর! জলযোগ সেরে মানিকজোড় এবার ডেরায় ফিরছেন !

কেল্টু, কান পাকড়ে দুটোকে আমার কাছে নিয়ে আয়!
কি রে কর্ণাকর্ষণ করবো না কি ?
কানে হাত দিওনা বলছি কেল্টুদা!
তোদের সাহসের বৃদ্ধি ঘটেছে বুঝতে পারছি! না হলে আমার আনতে দেওয়া জিনিস পোটস্থ করিস কি করে!
ন না স্যার— আ আমরা—
চোপ! কেল্টু নিজের চোখে তোদের কীর্তি দেখেছে! নেহাৎ কোমরের ব্যাথাটা চাগাড় দেওয়াতে তোদের পিঠে ডুগডুগি বাজাতে পারলুম না—কিন্তু আজ তোদের খাওয়া বন্ধ।
অ্যাঁ!
কেল্টু! ঠাকুরকে বলে দে ওদের যেন আজ খেতে না দেয়। আর তুই নজর রাখবি ওরা চুরি করে না খায়!
সে আর বলতে হবে না স্যার। আমি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবো!
ইস, স্যর তোদের খাওয়া বন্ধ করে দিলেন অথচ আজ খাওয়ার কি দারুন মেনু!
শয়তান!

হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে একদিন বাগে পেলে এমন শিক্ষা দেবো!
দুজনে মিলে দেবো একদিন আচ্ছা করে পালিশ করে!
উলস্: ঠাকুর আজ মাংসের কোর্মাটা যা বানিয়েছিলো না—ইস্সস! তোদের ভাগটা আমিই নিয়ে এলুম হিঃ হিঃ!
তোদের অবশ্য একটু দেবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তাহলে স্যরের নির্দেশ অমান্য করা হতো। আর আমি আবার কোন গর্হিত কাজ করতে পারি না!
এটা এখন এখানে রইলো, একটু পরে এসে সরিয়ে নেবো।
উঃ, কি নৃশংস রে মাইরি!
আমাদের পৈটিক টরচার করে আমাদের খাবার আমাদেরই সামনে মেরে দিয়ে এঁটো থালাটা আবার এখানেই রেখে গেলো!
কিন্তু একটু পরেই
ঐ দেখুন স্যর! এখনো ওখানে রয়েছে!

দেখলি নন্টে! ওরা আমাদের কোন কথা কানেই তুললো না
শয়তান কেল্টোটার কথা বিশ্বাস করে আমাদের একেবারে গো-বেড়েন করে ছেড়ে দিলে মাইরি!
পেটে খেলেই পিঠে সয়। কিন্তু আমাদের খালি পেটেই পিঠে সইতে হলো।
ইচ্ছে হচ্ছে হতচ্ছাড়াটাকেই এখন চিবিয়ে খাই!
কয়েকদিন পরে
নন্টে, চটপট! কেল্টো আসছে।
আরে ফন্টেটা ঐ রকম উঁকি ঝুঁকি মারছে কেন? ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে!
কিরে, তোরা লুকিয়ে চুপি চুপি কি করছিস?
কিছু না কেল্টুদা! ও এমনি দাঁড়িয়েছিলুম!
এমনি দাঁড়িয়েছিলুম। কি দেখছিলি শীগগির দেখা!
কি দেখাবি না? ঠিক আছে, স্যারের সঙ্গে একবার দেখা করে—
না না. নিশ্চয়ই দেখাবো। তবে কাউকে বলবে না বলো?

এই যে, এইটা দেখছিলাম কেল্টুদা!
কি ওটা? দেখি দেখি কিসের কাগজ!
আরি সাবাশ! এযে লুকোনো ধনভাণ্ডারের নক্সা বলে মনে হচ্ছে!
ওরে বাবা, গুপ্তধন!
এটা কোথায় পেয়েছিস বল্‌তো?
খেলার মাঠের শেষে নদির ধারে একটা ভাঙা মন্দিরের ভেতর কাঠবেড়ালীর বাচ্চা ধরতে গিয়ে ইঁটের ফোঁকোরের মধ্যে পেয়েছি!
খবরদার, এ কথা আর কাউকে বলবি না। এটা আমার কাছে থাক, ভালো করে একটু দেখতে হবে।
সে তুমি নিশ্চিন্তে থাকো কেল্টুদা! কাক পক্ষীতেও টের পাবে না!
মার দিয়া কেল্লা! হতভাগা দুটোকে দিয়ে মাটি খোঁড়াতে হবে। তারপর গুপ্তধনের বাক্স বা ঘড়া তুলবো আমি নিজে। কাল সকালে একবার ঠিক জায়গাটা দেখে আসতে হবে।
চটাস্!
পরদিন
চল্ দিকি গিয়ে ঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে।
খুব ভালো কেল্টুদা! কিন্তু স্যর যদি—

আরে স্যারের ভাবনা তোদের ভাবতে হবে না,. সে রকম কিছু হলে আমি ম্যানেজ করে নেবো।
না কেল্টুদা! তুমিই যাও। আমরা আর ঠ্যাঙানি খেতে রাজী নই।
সত্যি কেল্টুদা! আগের অ্যাকশানের ব্যথা এখনো গা থেকে যায় নি।
আর তা ছাড়া ওটা যে গুপ্তধনের নক্সা তারই বা ঠিক কি! তোমার ভুল তো হতে পারে?
ঠিকই কেল্টুদা! তুমি বরং ভালো করে কাগজটা আর একবার দেখো।
তা তোরা যখন বলছিস তখন না হয় ভালো করে আর একবার দেখবো।
মনে হচ্ছে হতভাগারা আমার হাতে ধরা পড়ে গিয়ে এখন আলতু ফালতু বলে নিরস্ত করতে চাইছে।
এ নির্ঘাত কোন গুপ্তধনেরই নক্সা! এই ধনরত্ন আমি উদ্ধার করবোই। ছোঁড়াদুটোর ওপরও একটু নজর রাখতে হবে।

পরদিন সকালে
এতো সকালে কোথায় যাচ্ছো কেল্টুদা? মর্ণিং ওয়াক করতে বুঝি?
না না—ও হ্যাঁ!
আর শোন, তোদের কথাই ঠিক ওটা গুপ্তধনের ব্যাপার নয়—বাজে নক্সা একটা।
একদিকে ভালোই হলো ওটা যে ঠিক তা ওদের আর জানিয়ে দরকার নেই
হিঃ হিঃ! নন্টে ফন্টে ভাবলো আমি মর্ণিং ওয়াক করতে বেরিয়েছি। কিন্তু আসলে যাচ্ছি গুপ্তধনের হদিশ করতে।
ধনরত্ন যা পাবো তা আমারই থাকবে। তবে রক্তপেটিকার ডালা সরকে দিয়েই প্রথমে খোলাবো—ঐ তো ভাঙা মন্দির দেখা যাচ্ছে।
নক্সায় নির্দেশিত জায়গাটা এবার খুঁজে বের করি
এই তো পরিষ্কার দেখানো রয়েছে মন্দিরের দরজা থেকে পঁচিশ পা সামনে এগিয়ে আর দশ পা বাঁয়ে গিয়ে আবার আট পা—
ডানদিকে গিয়ে তিন পা আবার সামনে এগিয়ে একটা ছোট টিবি তারই নীচে মাটির তলায় রয়েছে গুপ্তধন—এই তো টিবি! একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে!

মার দিয়া কেল্লা! গুপ্তধন আমার হাতের মুঠোয়। রাতে কোদাল নিয়ে এসে তুলে নেবো!
মর্ণিং ওয়াক করতে কোথায় গিয়েছিলে? কেল্টুদা? নদীর দিকে?
মা-মাঠে। সকালে মাঠের নির্মল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ!
সেদিন রাত্রে
কেল্টো সকালে যখন হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, তখন আজ রাতেও হাওয়া খেতে বেরোবে। একটু নজর রাখবি।
ঠিক আছে।
সকলে শোবার পর
যাক, বেরোতে কেউ দেখেনি। আঃ! এবারে শুধু ধনরত্ন তুলে নেওয়ার ওয়াস্তা!
কেল্টো বেরিয়েছে রে নন্টে!
এবারে কাজ শুরু করি। ওঃ, কি বেরোবে — মোহরের ঘড়া না জহরতের পেটিকা!
এখানে ধনরত্ন নেই আছে একটা নক্সা। তাহলে এটাই হবে আসল জায়গা নির্দ্দেশের নক্সা!
এর নির্দ্দেশ বুড়ো টিবি থেকে গুণে গুণে ঠিক দশ পা সামনে এগিয়ে যেতে হবে।
তাহলে শুরু করি—এক—দুই—····চার······

---ছয়---আট-নয়-দশ--- ওরে বাবারে! পাতাল গহ্বর না কি?
না! পাতাল গহ্বর নয়—কিন্তু এখানেই তো—এইতো পায়ে বাক্সের মতো কি ঠেকছে যেন!
এইতো পেয়েছি। মোহরের ঘড়া নয় রত্নপেটিকা! ডালা দেখছি তালা বন্ধ। এবারে ফিরে গিয়ে স্যারকে দিয়ে এই রত্নপেটিকার ডালা খোলাবো। স্যার দারুন খুশী হবে!
আরে! কেল্টুদা যে!
আমি জানতাম তোরা আসবি। নক্সাটাকে ভুয়ো বলে বুঝিয়ে নিজেরা গুপ্তধন হাতাবার তালে ছিলি। কিন্তু বন্ধু নন্টে আর ফন্টে, বড় লেট করে ফেলেছিস।
কিন্তু তোমার গায়ে এমন বিশ্রী দুর্গন্ধ কেন কেল্টুদা?
গুলি মার দুর্গন্ধে—দ্যাখ্ কি পেয়েছি! রত্নপেটিকা! যার নক্সা তোরা পেয়েছিলি। নিশ্চয়ই ঐ মন্দিরের পূজারীরা চুরি যাবার ভয়ে বিগ্রহের এই বস্ত্ররাজি মাটিতে পুঁতে সেই জায়গার একটা নক্সা এঁকে মন্দিরে রেখে দিয়েছিলো।
দেখলি নন্টে! আমাদের বোকা বানিয়ে কেল্টুদা কেমন গুপ্তধন হাতিয়ে নিলো!
হিঃ হিঃ! তোরা নিজেদের খুব চালাক ভাবিস কি না!
কি তখন থেকে নাক চাপা দিয়ে আছিস! চল এবার ফিরি।
বস্ত পচা গোময়ের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে কেল্টুদা!
আমি কেল্টুদার সৌভাগ্যের খবর দিতে আগে

তাড়াতাড়ি পা চালা নন্টে : রত্নপেটিকাটা মাথায় করে নে, কি বলিস?
তাই নাও কেল্টুদা। একসময় দেবতার ছিলো, এখন অবশ্য তোমার।
যাক, জঙ্গল থেকে ডাঙায় পৌঁছে গেছি—কি বলো কেল্টুদা?
হ্যাঁ, এবার স্যরকে দিয়ে এটা উদ্ঘাটন করাতে হবে। খবর দিতে যাচ্ছি বলে ফন্টেটা গেলো কোথায়!
এই যে আমি কেল্টুদা! কুম্ভকর্ণগুলোকে তুলতেই দেরী হয়ে গেলো। ওরা বিশ্বাসই করছিলো না। এবার স্বচক্ষে দেখুক সত্যি কি না।
সত্যিই তো রে মাইরি!
তোরা এখানে থাক। আমি স্যরকে ডেকে আনি। কেউ যেন হাত না দেয়।
তুমি নির্ভয়ে যাও কেল্টুদা! আমরা তোমার মাল পাহারা দিচ্ছি।
স্যর, আপনাকে একটু কষ্ট করে গাত্রোৎপাটন করে বাইরে আসতে হবে।
কেন? এঃ! একেবারে গন্ধমাদন গন্ধর্ব হয়ে এসেছিস দেখছি, এতো সকালে কি ব্যাপার?
রত্নপেটিকা উদ্ঘাটন করতে হবে স্যর!
রত্নপেটিকা উদ্ঘাটন! বিশেষ মাদক দ্রব্যের প্রভাব ঘটিত কথাবার্তা বলে মনে হচ্ছে।
না স্যর সেসব কিছু নয়। বাইরে এলেই বুঝতে পারবেন।

এই দেখুন স্যার রত্নপেটিকা! জঙ্গলের ধারে ভাঙা মন্দিরের কাছে মাটি খুঁড়ে পেয়েছি।
বটে বটে! তাহলে তো দেখতে হচ্ছে ভেতরে কি রত্ন আছে।
আরে তো দেখছি টানতেই খুলে গেলো। এবার দেখি ভেতরে কি আছে!
ওঃ, কত দীর্ঘ বছর পরে পেটিকাবদ্ধ রত্নরাজি আবার আলোর মুখ দেখবে।
অ্যাঁও!
আঁই!
ক্রোয়াঁক!
একি! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি।
ওরে বাবারে! শীগগির আমাকে ঘরে নিয়ে চলুন
চক্রান্ত স্যার, ওদের চক্রান্ত — ওফ্!
হতচ্ছাড়া পাজী! আমাকে বিছানা থেকে উৎপাটন করে রত্নপেটিকা উদ্ঘাটনের রসিকতা করেছিস —
এবার তোকে একেবারে বোর্ডিং থেকে উৎপাটন করে ছাড়বো হতচ্ছাড়া বেল্লিক মর্কট!
ফন্টে, আমাদের অপারেশান কেল্টু কি রকম হলো বল্‌তো?
পুরো সাকসেসফুল!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এবারে গাছটায় খুব লিচু হয়েছে দেখছি! কিন্তু পাহারা দিতে না পারলে সব লোপাট হয়ে যাবে।
নিজে তো পারবো না, দেখি কেল্টুকে বলে যদি রাজী করাতে পারি।
কেল্টু, আমার বাগানের লিচুগাছটায় এবার দেখছি খুব লিচু ধরেছে। কিন্তু পাহারার ব্যবস্থা না করলে যে একটা লিচুও আর গাছে থাকবে না—
—তাই বলছিলুম, তুই যদি নন্টে আর ফন্টেকে সঙ্গে নিয়ে পাহারা ব্যবস্থা করতিস তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো।
কোন চিন্তা করবেন না স্যার! পাহারার ব্যবস্থা করছি। দেখবেন লিচু তো দূরের কথা, একটা পাতাও কেউ নিতে পারবে না।
বুঝলি নন্টে আর ফন্টে: স্যারের লিচুগাছ পাহারা দেবার গুরু দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে। সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে তোদের থাকতে হবে, স্যারের নির্দেশ।
স্যারের নির্দেশ মানবো, কিন্তু তোমার নির্দেশও মানতে হবে না কি?
ওরে আমার নির্দেশই স্যারের নির্দেশ আর স্যারের নির্দেশই আমার নির্দেশ বলে জানবি!

তাহলে আজ রাত থেকেই পাহারা দেওয়া শুরু হবে।
ঠিক আছে, সময় মত ডেকে নিয়ে যাবে।
লিচু পাহারা দিতে গিয়ে কিছু লিচু আমাদের পেটে চালান হতে পারে, কি বলিস?
ঠিক বলেছিস! গাছ থেকে পাড়ো আর খাও!
রাত্রে
দারুণ লিচু হয়েছে রে! কিন্তু এই লিচুদের আমরা এখন রক্ষা করবো। আমাদের প্রাণ গেলেও কারোকে এদের নষ্ট করতে দেবো না।
কিন্তু কেল্টুদা, আমাদের হাতে ওদের দু'চারটের প্রাণ নষ্ট হবে না?
খবরদার নন্টে, ও কথা দ্বিতীয়বার মুখে আনবি না। আমরা এদের রক্ষক হয়ে কিনা ভক্ষক হবো? কভী নেহী!
কিন্তু—
নো কিন্তু! এতে কোন কিন্তু নেই। তবে হ্যাঁ! আমার নির্দেশও যখন স্যারের নির্দেশ, তখন নিজের নির্দেশে আমি এই লিচুদের গুণাগুণ, মানে কতটা টক আর মিষ্টি, এটা পরীক্ষা করতে পারি। বুঝেছিস?
বুঝেছি।
কি বুঝেছিস?
তুমি লিচু খাবে, আমরা খাবো না।
বাঃ, ঠিক বুঝেছিস। নে এবার চটপট উঠে পড়!

হতচ্ছাড়া কেল্টো নিজে লিচু সাঁটাবে বলে এই রাতে আমাকে গাছে ওঠালো।
আজ তো এদের বেশ মিষ্টি গুণসম্পন্ন বলেই মনে হচ্ছে! কাল অবশ্য আবার দেখতে হবে গুণের কোন তারতম্য হয় কি না।
কেল্টুদা! তুমি একাই এদের গুণ পরীক্ষা করছো, এটা কি ঠিক হচ্ছে?
পরদিন সকালে
কাল কেল্টোটার বজ্জাতি দেখেলি তো? আমাকে দিয়ে অতোগুলি লিচু পাড়িয়ে একাই মেরে দিলে!
আজ রাতেও তো আবার সাঁটাবে।
হতচ্ছাড়াটা খেয়ে যাবে আর আমরা শুধু দেখবো?
দাঁড়া, একটা চমৎকার মতলব এসেছে! তোকে বলি শোন্...
ওঃ! দারুণ মতলব বের করেছিস মাইরি!
রাত্রে
তোরা রেডি তো— একি ফন্টে কৈ?
ওর খুব ইয়ে হচ্ছে কেল্টুদা! ঘন্টা অন্তর মগ হাতে ছুটছে! এখন বোধহয় আবার সেখানেই ছুটেছে!
সুতরাং
হতভাগার পেটের ঠিক নেই, আবার লিচু খেতে সাধ হয়েছিলো!
তা যা বলেছো কেল্টুদা!

কিছু পরে
নন্টে, আজ তো তোকেই পাড়তে হবে। নে এবার দেরী না করে উঠে পড়।
এইমে কেল্টুদা এখনি উঠছি
কিন্তু
কিরে? ওরকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?
কে-কেল্টুদা, তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে কে লিচু পেড়ে খাচ্ছে!
কি, লিচু পেড়ে খাচ্ছে! কার এতো সাহস যে, আমি এখানে পাহারায় আছি জেনেও সে লিচু খেতে এ-সে-ছে।
উক!
ন ন্ নন্টেএএ!
আরে কেল্টা নাকি? তোকেই তো আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।
ক্যা- হ্যালো – আ-অ আমাকে খুঁজছেন ক্যা-ক্যানো?
তোর মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাবো বলে! লিচুর বদলে আজ তোর মুণ্ডুটাই আগে খাবো!
ওরে বাবারে! নন্টে তুই কোথায় রে? ভূতে আমায় খেয়ে ফেল্লে রে!
হিঃ হিঃ!
কি রকম বুদ্ধি মতলব বের করেছিলুম বলতো নন্টে?
অপূর্ব! এক ঢিলে দুই পাখী! কেল্টুকেও ভয় পাইয়ে তাড়ানো হলো আর এখন গাছে না উঠেও লিচু পাড়া হচ্ছে।
ঠিক বলেছিস। এখন পকেটে বোঝাই করছি, একটু পরে পেটে বোঝাই করবো।

নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল ছুটির পরে
আমি একটা দারুণ দুরবীন বানিয়েছি ফন্টে! তোকে দিয়েই উদ্বোধন করাবো।
চোখে লাগিয়ে দ্যাখতো আমাকে দেখতে পাস কিনা?
কইরে নন্টে! কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!
দেখবি, দেখবি। দূরবীনটা আর একটু উঁচু কর তাহলেই দেখবি।
কই কিছুই তো— আল্‌গ্‌!
এতক্ষণে তাহলে দেখতে পেয়েছিস! হিঃ হিঃ!
এটা কি হলো নন্টে?
দূরবীনটা তুই উদ্বোধন করলি ফন্টে— হাঃ হাঃ হাঃ!
আমাকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়েছিস, এবার এটা দিয়ে তোকে শোধন করিয়ে দিচ্ছি— ওকি!
গেল, গেল বেচারা!
অন্ধ ভিখিরিটার পেছনে ক্ষ্যাপা ষাঁড়!

শিগগির ট নন্টে! ষাঁড়টাকে না থামালে গুঁতিয়েই অন্ধ বেচারাকে পটলডাঙ্গায় পাঠিয়ে দেবে।
ফন্টে: অন্ধ বেচারাকে আমি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।
গুড! আমিও তার দূরবীন দিয়ে এক ঘা জানিয়েছি!
ঠাই!
ষাঁড়ের কবল থেকে আমায় বাঁচালে! তোমরা দীর্ঘজীবী হও।
টং!
হতচ্ছাড়া বিটকেল! দেখাচ্ছি।
এর মানে কি ফন্টে?
হিঃ-হিঃ! ভাঙা দূরবীন ষাঁড়ের মাথায় আর আব গজালো তোর।
তুই ইচ্ছে করে করেছিস। সব তোর চালাকি!
আমার চালাকি, না তুই চালাকি করে আমার গায়ে কালি লাগিয়েছিস।
পাড়ায় আজিস, মাথায় ডবল আব গজিয়ে ছেড়ে দেবো।
তুই আসিস, বার্নিশ করে ছেড়ে দেবো।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
অত কাছে বড় মাছ খায় না। আমি ছিপে তাই লম্বা সুতো বেঁধে নিয়েছি। দেখবি কি রকম একখানা বিশ কিলোর তুলি।
দ্যাখ আমার বঁড়শী কত দূরে ফেলি।
হিঃ-হিঃ! পুঁটি মাছ উঠবে তোর ছিপে।
ঝপ্পাস্!
অ্যাই মরেচে!
এটা কি হলো নন্টে?
হাঃ-হাঃ! মাছের বদলে কিনা তুই আমার ছিপে ধরা পড়লি ফন্টে!
এমন সময়
গেলো গেলো
যাঃ, একটা বাচ্চা জলে পড়ে গ্যাছে!

আমি সাঁতরে গিয়ে ওকে ধরছি, তারপর তুই আমাদের টেনে তুলবি— বুঝলি নন্টে!
ও.কে. তুই নির্ভয়ে এগিয়ে যা ফন্টে!
আমি ওকে ধরেছি। এবার তুই ছিপে টান দে নন্টে!
আঁ-আঁ!
হেঁইও! হেঁইও!
বেঁচে থাকো! তোমাদের জন্যেই আবার ওকে ফিরে পেলুম।
একবার ছিপটাকে হাতে নিলে হয়!
এবার কোথায় যাবি হতচ্ছাড়া!
আরে, আরে! এ কি হচ্ছে ফন্টে?
ঝপাস্!
বিশ কিলোর মাছটা তোকে ঝাপটা মেরে জলে ফেলে দিল রে নন্টে!
পাড়ায় পেলে তোর টেংরি খুলে নেবো ফন্টে!
আমিও তোর মুণ্ডু খসিয়ে দেবো নন্টে!

নন্টে আর ফন্টে
নরায়ণ দেবনাথ
কি চমৎকার কাঁচামিঠে আম রে মাইরি ফন্টে!
আমাকে নীচে পাহারায় রেখে, তখন থেকে তুই ই খালি খেয়ে যাচ্ছিস।
এবার না দিলে আমি কিন্তু চ্যাঁচাবো নন্টে!
আরে: ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছিস কেন?
আম গাছে কে র‍্যা? দাঁড়া, আম খাওয়া বের করছি!
ফন্টে! আমাকে ফেলে যাসনে— ও-ও-ও-ও!
ওফ্!
হতচ্ছাড়া বেল্লিক ফন্টেটাকে আজ দেখে নেবো।
ইস্! তোর নাকটা একেবারে ল্যাংড়া আম হয়ে গেছে রে নন্টে, হিঃ-হিঃ!
এই আধলা ঝেড়ে তোর নাক আমি ফজলি আম বানিয়ে ছাড়বো বেল্লিক। তোর জন্যেই তো এরকম হলো।
কী? আমাকে আধলা ইট ঝাড়বি? তাহলে আমি তোকে—
সহসা
আগুন! আগুন!
এইরে! ঘরে আগুন লেগে গেছে নাকি?

ওরে বাবারে! যে ঘরে আগুন ধরেছে, ঐ ঘরে একটা বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। হায় ভগবান এখন কি হবে?
সে কি? শিগগির ওকে বার করে আনুন।
কিন্তু দরজায় যে চাবি লাগানো আর চাবিটাই পাচ্ছি না। দমকল আসতে আসতে বিছানায় যদি আগুন ধরে যায়। কেন মরতে চাবি বন্ধ করেছিলুম, ওঃ হো-হো!
ঘাবড়াবেন না। ঐ জানলা দিয়ে আমি ওকে বের করে আনছি।
সাবাস, নন্টে ঢুকতে পেরেছে!
এনেছিস? গুড! এবার ডালটা ধরে ঝুলে পড় নন্টে! আমি তোকে ঠিক ক্যাচ লুফে নেবো।
অলরাইট! ঠিক ধরিস কিন্তু ফন্টে!
উফ্!
মরেছে!
ছুটো আম খাচ্ছিলি বলে তখন যা তা বলেছি, অথচ তোদের জন্যেই ওকে আবার ফিরে পেলুম।
একটু পরে
তুই ইচ্ছে করে আমার নাকের ওপর পড়েছিস। আমি তোকে —
ক্যাচ ধরবার নাম করে ফেলে দিয়ে এখন চালাকি! তোকে —
খবরদার ফন্টে! মেরেছিস কি মেরেছি।
খবরদার! মেরেছিস কি আমিও মেরেছি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে
স্যার! এবারে নাটক থেকে আমরা বাদ?
হ্যাঁ, বাদ!
কেন স্যার?
আমার খুশী! আমি নাটকের পরিচালক, যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে করাবো। তোদের কৈফিয়ত দিতে হবে না কি?
এবার ভেবেছিলাম কুরুরাজের ভগ্ন উরু নাটকে তুই আর আমি চুটিয়ে গদাযুদ্ধ করবো। আর স্যার আমাদের কাট করে দিলে মাইরি! বলে ওটা ভুলো আর চুলো করবে।
করাচ্ছি'
ভুলো, চুলোকে দিয়ে স্যার খুব জোর গদাযুদ্ধের মহড়া দেওয়াচ্ছে।
আরি ব্বাস এতো ছারপোকা! এ দিয়ে কি হবে?
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আমরাও সৈন্য ছাড়বো!
অভিনয়ের দিন
এদিকে কেউ আসে কি না নজর রাখ।
সাজঘর

নাটক আরম্ভের কিছু আগে
তোরা তৈরি হ'! একটু পরেই তোদের গদা যুদ্ধের দৃশ্য
আমরা তৈরি স্যার! খালি চুলটা পরে নেবো।
গদাযুদ্ধের দৃশ্যে
আরে, আরে দুরাচার—পাঠাইব আজি তোরে যমের সদনে!
বৃথা তোর আস্ফালন মধ্যম পাণ্ডব, দেখা যাবে বাহু তোর কত শক্তি ধরে!
গদাঘাতে চূর্ণ করে করি এবে তোরে— উঁহু!
হাঃ হাঃ হাঃ! ভয় পেয়ে গেলি ওরে মধ্যম পাণ্ডব—বাপরে!
বাবারে! খেয়ে ফেললে রে!
দাদা রে, জ্বলে গেলো রে!
ওরে কে কোথায় আছিস, যবনিকাটা ফেলে দে!
হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ! হোঃ হোঃ!
নন্টে! আমার সেনাবাহিনী কি রকম পরাক্রম দেখালো বলতো?
সত্যি ফন্টে তুলনা নেই!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ফন্টে, চল্ গোবরবাবুর পুকুরে গিয়ে মাছ ধরি।
কিন্তু পুকুরে পাহারা থাকে যে রে!
চারদিকে নজর রেখে বসতে হবে ফন্টে!
হ্যাঁ, ধরতে পারলেই কেলেঙ্কারি!
অ্যাই, তোরা কে র‍্যা? ওখানে কি হচ্ছে?
দৌড়ো নন্টে! পাহারাদার আসছে। মাত্র একটা ধরেছিলাম রে!
ওঃ, প্রায় ধরে ফেলেছিলো রে মাইরি!
আমরা কে, সেটা ঠিক বুঝতে পারে নি!
ছোঁড়াগুলো মাছ ফেলেই পালিয়েছে! মনে নিচ্ছে, এরা বোর্ডিংএর ছোঁড়া! এটা নিয়ে গিয়ে বাবুকে সব জানাই!
আমি গোবরবাবুকে বলেছি, এই বোর্ডিংএর কেউ ওঁর পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরলে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এবার নন্টে আর ফন্টেকে ভালো রকম জব্দ করছি...

এই যে, ঠাকুর ওর পোষা বেড়ালের জন্যে মাছ লুকিয়ে রেখেছে। এইটা দিয়েই কাজ হাসিল করবো।
?
রান্নাঘর
স্যার আপনি যদি এখনি নন্টে আর ফন্টের ঘরে যান, তাহলে ওরাই যে মাছ ধরেছিলো তার প্রমাণ পাবেন।
ঠাকুরের বেড়ালটা আমাদের ঘরে যে রে!
খাটের নীচে ও ওটা কিসের থলে নিয়ে টানাটানি করছে বল্ তো?
থলের ভেতরে মাছ যে রে!
হতভাগাটা বোধহয় কোত্থেকে নিয়ে এসেছে এখানে বসে খ্যাটাবার তালে ছিলো।
যেখান থেকেই আনুক বড় গন্ধ ছাড়ছে। জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দি!
উঁফ্!

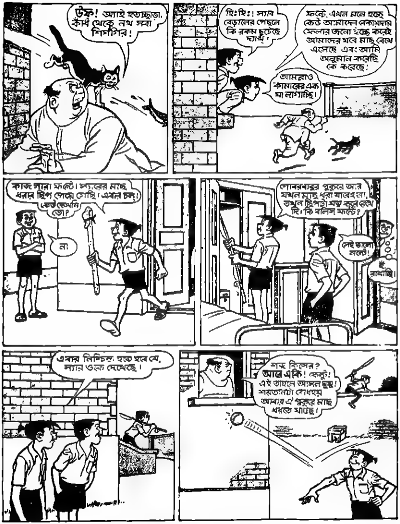
উফ্‌! অ্যাই হতচ্ছাড়া, কাঁধ থেকে নখ সরা শিগগির!
হিঃ হিঃ! স্যার বেড়ালের পেছনে কি রকম ছুটেছে দ্যাখ্‌!
ফন্টে, এখন মনে হচ্ছে কেউ আমাদের বেকায়দায় ফেলার জন্যে ইচ্ছে করেই আমাদের ঘরে মাছ রেখে এসেছে এবং আমি অনুমান করেছি কে করেছে!
আমরাও কামারের এক ঘা লাগাচ্ছি!
কাজ সারা ফন্টে! স্যারের মাছ ধরার ছিপ পেয়ে গেছি! এবার চল্‌!
কেউ দেখেনি তো?
না
গোবরবাবুর পুকুরে আর যখন মাছ ধরা যাবেই না, তখন ছিপটা যত্ন করে রেখে দি। কি বলিস ফন্টে?
সেই ভালো নন্টে!
হুঁ, রাখাচ্ছি!
এবার নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, স্যার ওকে দেখেছে।
শব্দ কিসের? আরে একি! কেল্টু! এই তাহলে আসল দুষ্টু! শয়তানটা বোধহয় আবার ঐ পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছে!

গিয়ে দেখি কি করছে। তারপর একেবারে হাতে নাতে ধরবো।
স্যার নির্ঘাত পুকুরের দিকে গেলো। জাল যা পেতেছি নন্টে আর ফন্টে ধরা পড়লো বলে। হিঃ হিঃ হিঃ!
ওহ্, কি সাংঘাতিক! এটা তো আমার মাছ ধরার ছিপ।
ছিপটা তুলে নি—আরে আরে, একটা মাছ দেখছি বড়শী গিলেছে তাই এতো ভারী লেগেছে!
বোর্ডিংএর একজনকে একেবারে হাতে নাতে ধরেছি বাবু!
হেঁ হেঁ স্যার! নন্টে আর ফন্টের ছিপ পুকুরধারে পেয়েছেন তো? শুনলুম, কে নাকি ধরাও পড়েছে!
হিঃ হিঃ, স্যার এখন একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার! কি বলিস নন্টে?
ওঃ! মরে গেলে আর বাঁচবো না স্যার! ওরে বাবারে!
সেই অঙ্গারের ছ্যাঁকা এখন কেল্টো সর্বাঙ্গে টের পাচ্ছে।

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আর ফন্টেটা কুঁড়ে মেরে যাচ্ছে। স্যার বলেছেন ওদের সময়কে কাজে লাগাতে শেখাতে।
কেল্টো আসছে রে নন্টে! পালা! এখান থেকে।
জানি ওরা পালাবে, তাই তৈরি হয়েই এসেছি।
তোদের শিল্পচর্চার ট্রেনিং দিতে স্যার আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।
স্যার বলেছেন আধুনিক চিত্রকলার স্কুল প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রাইজ জিততে হবে।
দূর এসব আমাদের ভালো লাগে না।
ভালো লাগে না বললে তো চলবে না চাঁদ! পুরস্কার জেতা বলে কথা! চর্চা করতেই হবে। তবে আমি তোদের গণপদ্ধতিতে ট্রেনিং দেবো। নম্বর এক, লাল।

নম্বর ছয়, নীল। নম্বর আট, হলুদ। নম্বর পাঁচ, কালো।
নম্বর তেরো . . .
কেল্টুরাম!
চটলে চলবে না। শিক্ষাদানের পথে অনেক বাধা। ওরা যদি চিত্রকর্ম না করতে চায় তবে এই তাড়াতাড়ি জমে যাওয়া সিমেন্ট দিয়ে ওদের মূর্তি গড়ার ট্রেনিং দি।
ঠ্যালাগাড়িতে সিমেন্ট নিয়ে কেল্টো আসছে। দড়ি রেডি তো?
কেল্টো! আমাদের আধুনিক শিল্পকলা প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্পকর্ম দিতে বলেছিলো। এবার যে আমরা দেবো।
আশ্চর্য! যেন জীবন্ত! নন্টে আর ফন্টেই বোধহয় পুরস্কার পাবে।
কেল্টুরামের প্রতিমূর্তি
• ভাস্কর •
নন্টে আর ফন্টে

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কিরে নন্টে! কদ্দিন ধরে তোর যে পাত্তাই নেই!
আর বলিস নে মাইরি! বাড়িতে গুরুদেব এসে লাইফ একেবারে হেল করে দিলে রে! রোজ চর্ব-চোষ্য খ্যাঁটাচ্ছে আর আমাকে দিয়ে গা, হাত-পা টেপাচ্ছে।
বলিস কি রে!
হ্যাঁরে ভাই! বাড়ির ঠ্যাঙানির ভয়ে মুখ বুঁজে সব করি।
ভেবে যে একটা প্ল্যান বের করবো সেই চান্সও পাচ্ছি না
বৎস নন্টু!
জ্বালালে মাইরি! চল না বাবাজীকে দেখে আসবি—
যাই প্রভু!
ইটি কে? মিত্র! বাঃ! নাম কি? ফন্টু! বেশ বেশ! তোমরা দুই মিত্তে পালা করে আমার গাত্র মর্দন করবে।
বৎস নন্টু! অগ্রে তুমি মর্দন আরম্ভ কর। এখন এক ঘটিকা, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা থেকে ফন্টু মর্দন আরম্ভ করবে।
আচ্ছা প্রভু!
মর্দন করাচ্ছি প্রভু!

যা চাইছি বোধ হয় এখানেই তা পেতে পারি।
এখানে যাত্রা থিয়েটারের যাবতীয় পোষাক খুলতে জড়া পাওয়া যায়
পেয়ে গেছি— আর এদিকে মর্দনেরও সময় হয়েছে।
আ-আঃ! বৎস নন্টু! এবার তুমি বিশ্রাম গ্রহণ করে বৎস ফন্টুকে এখানে প্রেরণ কর।
আচ্ছা!
বৎস ফন্টু এসেছো? পুনরায় নিদ্রাকর্ষণ অনুভব করছি বৎস! তোমাকে আর গাত্র মর্দন করতে হবে না —
পরিবর্তে যদ্যপি না আমি গভীর নিদ্রামগ্ন হই তদ্যপি তুমি আমার উদরদেশে হস্ত সঞ্চলন কর। কিন্তু বৎস,তোমার হস্ত এত লোমশ —
-কেন—অ্যাঁক্!
হুম! হুম!
বাবাগো খেয়ে ফেল্লে গো!
হিঃ হিঃ! কি রকম বুদ্ধি বার করেছি বলতো নন্টে?
তুলনা নেইরে ফন্টে! হাঃ হাঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল বোর্ডিংএ মণিটারের ঘরে
আমায় তুমি ডেকেছো কেল্টুদা ?
শ্‌শ্‌ এদিকে আয়। চুপি চুপি শুনে যা !
স্যার বোধ হয় এখন বাথরুমে, এই তালে স্যারের সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট ঝেড়ে নিয়ে আয় !
ওরে বাবা ! ও আমি পারবো না কেল্টুদা !
মুখের ওপর না বলে গেলো ! ঠ্যাঙানি খাইয়ে ওর নাট বল্টু যদি ঢিলে না করাই তো আমার নাম কেল্টুই নয় !
কেলেটা কি শয়তানরে বাহিরি ! আমাকে বলে কি না স্যরের সিগারেট চুরি করে এনে দিতে !
আমাকে দিয়ে সেদিনও জুতো সাফ করিয়ে নিয়েছিলো ! কায়দায় পেলে এমন টাইট দেবো.
কিছু খুঁজছেন স্যার ?
বাথরুম থেকে এসে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজে পাচ্ছিনা !

স্যার! একটু আগে ফন্টেকে দেখলাম আপনার ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যেতে!
বটে!
চল্ তো দেখি! গেলে ওর পিঠকে আজ জয়ঢাক বানাবো।
হ্যাঁ স্যার, তাড়াতাড়ি চলুন!
তুই আমার ধূমপানের বস্তু চুরি করেছিস?
আ-আমি! ন্ না স্যার!
এই দেখুন স্যার! ওর বালিশের নীচে ছিলো।
বটে, বটে!
অ্যাঁঃ!
ধোঁয়া টানবার শখ হয়েছে? এবার চোখে ধোঁয়া দেখবি!
সত্যি বলছি স্যার, আমি না!
মিনিট পনেরো বেত আর পিঠের যোগাযোগের পর
এ সব হচ্ছে কেল্টোর কারসাজী!
তুই দেখিস নন্টে, ওকে আমি বোর্ডিং ছাড়া করবোই করবো!

পরদিন
কি রে ফন্টা! কাল কেমন লাগলো?
সত্যি কেল্টুদা! তোমার কথা না শোনা খুব অন্যায় হয়েছে!
আমিও ওকে বলেছি—তুই কেল্টুদার কথা শুনিস নি করেছিস কি!
অ্যাই! কাছাকাছি স্যার নেই তো র‍্যা?
না, না, আমরা দেখে এসেছি নেই। শোনো কেল্টুদা! আজ তোমাকে একটা স্পেশাল জিনিস খাওয়াবো!
সন্ধ্যার পর
সব ঠিক আছে তো? কেল্টেটা এখুনি এসে পড়বে!
সব একদম রেডি!
কই রে নন্টা আর ফন্টা! কি যেন খাওয়াবি বলেছিলি?
এই যে কেল্টুদা! ফাস্টক্লাশ খেজুর রস!
হাঁড়ি শুদ্ধু লোপাট করেছি। সব তোমাকেই খাওয়াবো!
চুলুক! চুলুক!
ব্যস! হাঁড়ি একেবারে খালি করে ফেলেছো কেল্টুদা!
যা, তোদের সব ক্ষমা করে দিলুম। এরকম মাঝে মাঝে এনে খাওয়াবি!
নিশ্চয়!

দু'দিন পরে
কি রে! তোরা যে আর ঐ বস্তু খাওয়ালি না?
সেই জন্যেই তো এলুম! আজ রাত্রে তোমাকে গাছতলায় নিয়ে গিয়ে খাঁটি রস খাওয়াবো কেল্টুদা।
অতি উত্তম প্রস্তাব! আমাকে ডাকবি।
একদিনের দাওয়াইয়েতেই ছোঁড়ারা অনুগত হয়ে পড়েছে।
সে কথা আর বলতে! সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি বেরিয়ে যাবো। রেডি থেকো।
মাঝরাত্রে
এসেছিস! নন্টে কোথায় রে?
ও আগে চলে গেছে। কোন হাঁড়িতে কতটা রস জমেছে, তাড়া খেলে পালাবার রাস্তা এসব দেখে রাখতে হবে তো!
সাবধানে আমার সঙ্গে এসো কেল্টুদা!
কি অন্ধকার রাত রে ফন্টে! তার ওপর আবার কুয়াশা!
নাও কেল্টুদা! কত্তো খাবে। স্যারের জন্যেও একটা নিয়ে যেও। স্যার তোমার ওপর খুব খুশী হবেন।
ঠিক বলেছিস নন্টে। তোর বুদ্ধি আছে বলতে হবে!
ভালো রসের হাঁড়িটা দাদাকে দে রে নন্টে!
গেলাস যে নেই কেল্টুদা।
গোলি মার তোর গেলাসে! হাঁড়ি ধরেই মেরে দেবো।

এক চুমুকেই মেরে দেবো—
অ্যাঃ! ওয়াক !
ইঃ! কি বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ আর নোন্তা! ই কি রসরে নন্টে!
বোধ হয় গেঁজিয়ে গ্যাছে কেল্টুদা!
নন্টে! এবার খেল সুরু হবে তো?
দ্যাখনা, ঘুরু হোলো বলে!
দেখি এটা আবার কেমন?
ওখানে কে র‍্যা?
ওরা টের পেয়ে গ্যাছে কেল্টুদা। শীগগির কেটে পড়ো!
ওরে আমাকে ফেলে যাসনে রে!
তুমি আমাদের পেছনে পেছনে এসো!
হতচ্ছাড়া কেল্টোটা এদিকেই ঠিক আসছে তো?
তাড়া খেয়ে আমাদের পেছনে ঠিকই আসছে।
ব্যস ফাঁদ তৈরি। হতচ্ছাড়াটা ছুটে এলেই হয়।
এবার বাছাধন এলেই ঝপাস।

ধর্ ধর্, পালালো!
আমাকে শত্রুর মুখে ফেলে শয়তানেরা ভেগেছে। বোর্ডিং-এ পৌঁছে ওদের পিঠে আবার সাধের বেত ভাঙলো!
একে অন্ধকার রাত তার ওপর কুয়াশার জন্যে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবে মনে হয় বেল্লিকদুটো এই দিক দিয়েই গেছে!
ছপাৎ!
এঃ! একেবারে নালার পচা পাঁকে এসে পড়েছি!
এখানে এসেই উবে গেল! কিন্তু রাস্তা নেই যাবে কোথায়! এই দাঁড়ালুম দেখি কোত্থেকে বেরোয়।
ওরে বাবা! এখন উঠলেই তো পিটিয়ে পাট করবে! পাজী দুটোর কথায় রস খেতে এসে ফস করে এ কি বিপাকে পড়লুম! ইস! কিসে যেন আবার কামড়াচ্ছে!
ঘন্টাখানেক পরে
নন্টের সঙ্গে যা কথা হয়েছিলো তা করেছি! এবার চল কেটে পড়ি!

উঁহুঁহু ঠাণ্ডায় গেলাম। আর তো থাকা যায় না। এবারে উঠে পড়ি — অ্যাই মরেচে! উঠতে পারছি নামে! চোরা পাঁক নাকি!
এদিকে
তুই গিয়ে এবার আমাদের সেই অটোমেটিক ছিপটি কাটারটা নিয়ে তৈরি থাক। আমি ওকে গাড্ডা থেকে তুলে নিয়ে আসছি।
কেল্টোর ওপর দিয়েই ওটার পরীক্ষা হবে, কি বলিস? শেষে এই বসের ছিট!
কেল্টুদা তুমি কোথায়?
উঁহুঁ হুঁ
এ এই যে আমি এখানে
হতভাগারা! তোরা আমাকে শত্রুর হাতে ফেলে পালিয়েছিলি। নেহাৎ ধরতে পারেনি, পারলে আমার পিঠটাকে ওরা ঢাক ভেবে নিতো, তা জানিস?
তুমি মিছিমিছি আমাদের ওপর রাগ করেছো কেল্টুদা! তুমি যে আমাদের ফলো করতে পারোনি তা কি করে জানবো বলো? নাও, এটা ধরে উঠে এসো!
যা এবারের মতো তোকে ক্ষমা করে দিলুম! নে হাত ধরে ভালো করে টেনে তোল!
আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো! আবার গোলমাল করে ফেলো না
আজই তোমার জারিজুরি ভস্ম হবে বাছাধন!
তোর পশ্চাতেই আছি রে ফন্টে

নন্টে আর ফন্টের নানান কীর্তি (দ্বিতীয় পর্ব   নারায়ণ দেবনাথ

ওদিকে
আঃ! এই সাত সকালে কে আবার ষাঁড়ের মতো গলা হাঁকড়াচ্ছে, একবার দেখতে হচ্ছে!
অ্যাই সেরেছে! এযে স্যার বেরিয়ে পড়েছে!
কি ব্যাপার? এতো সকালে চেঁচামেচি কিসের?
কেল্টো না? রাতারাতি তোর গায়ের রং পাল্টোলি কি করে? হাতেই বা কিসের ঘট?
ঘট নয় স্যার! হাঁড়ি, রসের হাঁড়ি!
রস মানে? কিসের রস?
খেজুর গাছের রস স্যার! একদম টাটকা মানে ফ্রেশ স্যার!
টাটকা খেজুর রস! বলিস কি রে! কোত্থেকে আনলি?
আপনার জন্যে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছি স্যার —
গাঁয়ের শেষে আমার এক পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকে। আমাকেও খাবার জন্যে খুব করে ধরেছিলো, তারপর সহজে কি ছাড়ে! দেরী হলে আপনি রাগ করবেন এই কথা বলে অনেক কষ্টে ওদের হাত ছাড়িয়ে আসতে হয়েছে!

উঃ: কি মিথ্যেবাদী রে কেল্টোটা! দিব্যি বলে গেল কি না ওরস এনেছে!
দাঁড়া না! আর বেশীক্ষণ নয়, বোমা ফাটবার সময় হয়ে এলো বলে!
নিন স্যার! এখুনি হাঁড়ি ধরে গলায় ঢেলে দিন!
বলছিস? দে তাহলে একটু দেখি!
দেখবেন স্যার! মনে হবে যেন অমৃত!
ওয়াক!
অ্যাঃ এটাও আমারটার মতো!
বিট্রে স্যার, বিট্রে! ওরা আমায় ফাঁসিয়েছে! ওরা ওরা—
ওরা নয় আমি! আমি এবার এই হাঁড়ি তোর মাথায় ফাঁসাবো, রাস্কেল মর্কট কোথাকার!
আত্তোর মধ্যে এলেই ওর মাথার ওপর যবনিকা পতন হবে নন্টে!
আপদ বিদেয় হয়েছে! এবারে এই কেল্টু বিতাড়ন নাটকে অংশগ্রহণকারী দুজনকে একদিন খাইয়ে দিতে হবে কি বলিস?
যথার্থ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
অ্যাই নন্টে আর ফন্টে! মনিটার কেল্টুদা আসছে!
খুব মজার ব্যাপার হচ্ছিলো বলে মনে হচ্ছে! নন্টে, ব্ল্যাকবোর্ড সোজা কর। ফন্টে, এটা সাফ কর। তোদেরই এত ফুর্তি।
ও কি হচ্ছে? আরো ভালো করে মোছ্!
মরেছে! একটু চেপে মুছতেই যে ব্ল্যাকবোর্ড খুলে পড়লো!
শিগগির ছুতোরের কাছ থেকে ঠিক করে নিয়ে আয়।
কষ্ট করে বয়ে না নিয়ে এইভাবে ব্ল্যাকবোর্ডটাকে গাড়ির মতো চালিয়ে নিয়ে যাই নন্টে!
দুঘন্টা পরে…
ব্ল্যাকবোর্ড সারাই হয়ে গেছে এবার আমি এটায় গাড়ির কাচ মোছা যন্ত্র লাগিয়ে দিলুম। অটোমেটিক মোছা হয়ে যাবে।
মেহনৎ বাঁচবে।

এটা আবার কি অদ্ভুতুড়ে জিনিস এতে লাগিয়েছিস?
এটা অটোমেটিক ব্ল্যাকবোর্ড মোছার মস্ত কেরামতি! তোমাকে দেখাচ্ছি এর কাণ্ড!
অ্যাঁক্‌!
সেরেছে! এযে ব্ল্যাকবোর্ডের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেলো রে!
এই সাংঘাতিক হতচ্ছাড়া জিনিসটাকে হটা শিগগির!
কেল্টু, এসব কি হচ্ছে?
ক্লাশ মনিটার হয়ে এরকম গণ্ডগোল হুড়োহুড়ি আর স্কুলের সম্পত্তি ভাঙচুর করা! দিচ্ছি এর শাস্তি!
ক্লাশ ছুটি. আর তুই এটা একশোবার লিখবি!
আমি আর কখনো
স্কুলের সম্পত্তি
আ-আচ্ছা স্যার
থ্রি চিয়ার্স ফর নন্টে আর ফন্টে! ওরাই আজ আমাদের ছুটি পাইয়ে দিলে।
ব্ল্যাকবোর্ডের চেয়ে এটা বেশ ভালো হয়েছে, কি বলিস নন্টে!
ঠিক বলেছিস।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমার কলমটা খুঁজে পাচ্ছি না। তোরা কেউ দেখেছিস নাকি?
না স্যার, আমরা দেখিনি তো।
আমিও দেখিনি। তবে স্যার যদি অনুমতি করেন তবে আমি একবার গণনা করে দেখতে পারি। কয়েকদিন জ্যোতিষচর্চা করেছি কিনা।
ঠিক আছে, দ্যাখ্ তবে। পেলে পুরস্কার পাবি।
এক্ষুনি দেখেছি স্যার! তবে মনে হচ্ছে কারুর হাতে পড়েছে।
যার কাছ থেকে বেরোবে সে পরের হুকা নেবার মজা টের পাবে।
স্যার, গণনায় পাচ্ছি, যাদের কাছে এটা আছে তাদের নামের গোড়ার অক্ষর ন আর ফ। তাদের উপাধ্যায়ের নীচে রাখা আছে।
না, না এ মিথ্যে!
ঠিক আছে! চল দেখি মিথ্যে কি সত্যি।
সব মিথ্যে, অ্যাঁ? তাহলে এটা এখানে কি করে রে যুধিষ্ঠির?
ওরে বাবা! কলম এখানে কি করে এলো।
এই নে, কেল্টু দশটা টাকা তোর পুরস্কার। ওদের আমি পরে শিক্ষা দিচ্ছি।
আমার গণনা দ্বারা আপনার জিনিসটা উদ্ধার হওয়াতে আমি খুবই কৃতার্থ স্যার!

শয়তানটা নিজেই কলম সরিয়ে আমাদের বালিশের নীচে রেখে গণনার ভণ্ডামী করে আমাদের জব্দ করলো। এবার আমরা ওরই অস্ত্রে ওকে ঘায়েল করবো।
ঠিক বলেছিস।
দুদিন পরে
কেল্টু, ঘড়িটা আবার পাওয়া যাচ্ছে না। দ্যাখতো গণনা করে।
অ্যাঁ: আবার ঘড়ি উধাও। হ্যাঁ, দেখছি গু-গণনা করে।
কিরে কেল্টু! কলমের বেলায় বেশ চটপট বলে ফেললি এখন এতো দেরী করছিস কেন?
এই যে স্যার বার করছি।
অনেকক্ষণ থেকেই তো বার করছি, বার করছি বলছিস।
আমিও গুণতে পারি স্যার! দেখবো?
তুইও গুণতে পারিস? ঠিক আছে দ্যাখ।
ক্রিং ক্রিং ক্রিং! অ্যা-অ্যা অ্যাই যে বেরিয়েছে। নামের পয়লা অক্ষর ক। আর ঘড়িটা বিছানার তলা খুঁজলেই পাওয়া যাবে
ওরে বাবারে! আমার প্রদর্শিত পথেই আমাকে প্যাঁচে ফেলেছে। এখন স্যারের সামনে থাকা আর আগ্নেয়গিরির কাছে থাকা দুই সমান। অতএব যঃ পলায়তি—
অ্যাই কেল্টো! পালাচ্ছিস কোথা?
চল ফন্টে, স্যারের পুরস্কারের টাকা দিয়ে পেটে খেয়ে পিঠেরটা সইয়ে আসি।
ঠিক বলেছিস। কেল্টো আগে পেটে খেয়েছে পরে পিঠেরটা খাবে কি বলিস?

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল বোর্ডিংএ দুপুরে খাওয়ার সময়
এইটুকু তরকারি! এ দিয়ে খাওয়া যায়? আর একটু দিয়ে যাও ঠাকুর!
তরকারি-উরকারি আওর কুছু নাই, সব খতম! যা সওদা হোবে ওহি তো রান্না হোবে।
রোজ এ রকম ভালো লাগে না! চল্ স্যারকে গিয়ে বলি।
ওরে বাবা! তোরা যা, আমি এর মধ্যে নেই।
ঠিক আছে। আমরাই যাবো, ভীতু কোথাকার!
স্যারের ঘরে
তোরা এখানে কেন? কি চাই?
স্যার, ঠাকুর ভীষণ খাবার কম দেয়। ভাতে তরকারি দেয় এইটুকু।
উরি ব্বাস!
অল্প আহার শরীর এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো বুঝেছো? এবারে যাও, গুরুজনের খাওয়ার সময় সামনে থাকতে নেই!
কম খাওয়ার উপদেশ! দ্যাখনা, কি রকম জব্দ করি! তুই আমাকে শুধু হেল্প করবি।
সে আর বলতে হবেনা দোস্ত!

পরদিন দুপুরে
ঠাকুর, তোমার রান্না সত্যি খুব চমৎকার! আর তুমি তো বেশ বেশীই দাও! শুধু ফন্টেটা খালি মিছিমিছি তোমার পেছনে লাগে।
নন্টুয়া তু খুব ভালো আছিস! ফন্টুয়া বহুত বদমাসি!
দু মিনিটের মধ্যেই ফন্টে রান্নাঘর থেকে আবার বেরিয়ে এলো।
ঘন্টাখানেক পরে খাওয়ার সময়
অ্যাঁঃ!
ঠাকুর! ঠাকুর!
সব নুনে পুড়িয়েছিস?
নিমক! কৈসে হইলন বাবু?
তা আমি কি করে জানবো! যা রাবড়ির বাটিটা নিয়ে আয়!
ওয়াক!
ফিন নিমক!
হতভাগা, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!
কেমন দাওয়াই হয়েছে বল তো নন্টে?
দারুণ! দারুণ!

নন্টে আর ফন্টে
দেবনাথ
তোমার নামে একটা পার্শেল আছে এই নাও।
অস্ট্রেলিয়া থেকে কাকা পাঠিয়েছে দেখছি!
খ ফন্টে! কাকা নার জন্যে কি পাঠিয়েছে!
বুমেরাং মেরে। ঠিক মতো ছুড়তে পারলে আবার ঘুরে হাতে ফিরে আসে মাইরি!
মালীটা দাঁড়িয়েই নাক ডাকাচ্ছে। এই তালে ঐ আমের ওপরেই একবার পরখ করি।
ইয়াহু! চেয়ে দ্যাখ নন্টে, বুমেরাং আম নিয়ে আসছে!
তোর কাকা তোকে দারুণ জিনিস পাঠিয়েছে মাইরি। ছুঁড়ে দিলেই সঙ্গে আম নিয়ে ফিরছে!
কি মিষ্টি আম রে মাইরি!

আর একবার মিসাইলটা ছাড়ি কি বলিস?
সে কথা আবার বলতে হয়।
ঐ আমের থোকা এখন গাছে ঝুলছে, আর একটু বাদেই আমাদের পেটে গলবে—এই যাঃ হাত ফসকে গেল!
এদিকে
হায় রামজী ই ক্যায়া!
এ্যাই মরেছে! আমের বদলে এবার মালীর পাগড়ি আসছে রে নন্টে—কেটে পড়—কুইক!
সসসস্!...
উফ্!
আঁউ!
বুমেরাং অত্যন্ত বাজে জিনিস, বুঝলি নন্টে। ওটা কাদাই পার্শেল করে তোর কাকারকাছে ফেরত পাঠিয়ে দে।
— ন০

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
মেলা থেকে ফেরার পথে
বিকেল হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি পা চালা ফন্টে!
খেয়াটা চটপট পেলেই বাঁচোয়া।
যা ভেবেছি। নৌকো এখনো ওপারেই পৌঁছয়নি। এপারে আসতে বেশ সময় লাগবে। এদিকে ঠাণ্ডাও বেশ পড়েছে।
পেটেতেও ছুঁচোয় ব্যায়াম শুরু করেছে নাহরি। তাড়াতাড়ি বেলায় পৌঁছোতে পারলে বাঁচি।
একটু পরে
আরও একটু জোরে চলহে গজু! বড্ড লেট হয়ে গেলো।
এই তো খেয়াঘাটে পৌঁচে গেছি গো কত্তা।
হেই দ্যাখো, নৌকো এখনো ওপারে রয়েছে যে গো।
আপনারা কোথায় যাবেন? কুটুমবাড়ি বুঝি?
আরে না না, কুটুমবাড়ি নয়। কত্তামশায় ওপারে পূজো দিতে যাচ্ছেন।
পূজো দিতে ওপারে! কিন্তু ওপারে তো কোন মন্দির নেই।
সে পূজো নয় গো ই হচ্ছে মানুষ পূজো। আমাদের কত্তামশায়ের তেলকল আছে, আর উনি নিজেও অতি সজ্জন লোক। অথচ পাড়ার সব পাজী লোক ওনার পেচনে লেগেছে। বলে কিনা ভেজাল দিয়ে। সেইজন্যে ওনার সব মাল আটক করেছে। তাই উনি চলেছেন পূজো মানে ভেট দিতে। যাতে ওনার সব মাল ছাড়ান যায়।

আমার মনে হয় নন্টে, নিশ্চয়ই লোকটার গলদ আছে।
নির্ঘাত ফন্টে! না হলে ভেট দিতে যাচ্ছে কেন?
নৌকো এসে গেছে রে ফন্টে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়।
হ্যাঁ, চল।
নৌকো যখন মাঝ নদীতে।
হঠাৎ কাঁপছো কেন হে ছোকরা?
ম্যালেরিয়া! উহুহুঁ! জ্বর এলে গেলো বোধহয়।
মরেচে! শিগগির ছইয়ের ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়।
উঁহুহুঁ! উঁহুহুঁ!
ম্যালেরিয়া নিয়ে বেড়াবার অত শখ কেন হে ছোকরা!
এপারে এসে
সন্দেশের হাঁড়িটা এবার তুমি নাওহে গজু!
ছিছি কত্তা। আগে ম্যালেরিয়ারী নেমে যাক।
হুহুঁহুঁহুঁ!
তাড়াতাড়ি চল বাড়িতে গিয়ে অষুধ খেয়ে নিবি।
ইকি কত্তামশায়, হাঁড়ি যে একবারে হাল্কা লাগতিছে!
তার মানে?
এঁজ্ঞে ভগমান জানে।
ওরে বাবা! ভেটের হাঁড়ি খালি! এবারে আমার হাড়মাস একেবারে কালি হয়ে যাবে রে গজা!
ওদিকে
কিরে, নিজেত্তো দিব্যি সাঁটিয়েছিস, আমার জন্যে কিছু রেখেছিস?
নিশ্চয়, এই নে। ব্যাটার ভেট ভণ্ডুল করে দিয়েছি। কিন্তু তুই বুঝলি কি করে?
ওরে সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। যখনই তোর জ্বর এলে গেলো তখনই বুঝেছি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
উঃ! আঃ! গেলুম!
আপনার কি হয়েছে স্যার?
কোমরের বাতের ব্যথাটা আবার ভয়ানক চাগিয়ে উঠেছে রে কেল্টু! কোন ওষুধেই কিছু হচ্ছে না।
বাতের ব্যথা? আমাকে আগে বলেন নি কেন?
কেন, তোকে বললে আমার ব্যথা কমে যেতো নাকি?
তা নয় স্যার! তাহলে আমি আপনাকে একটা অব্যর্থ মালিশ তৈরি করে দিতাম।
উঃ! আঃ! দিতাম কেন? এখন দেওয়া যায় না? ব্যথায় যে সিধে হতে পারছি না।
নিশ্চয় যায় স্যার। বিকালেই আমি আপনাকে মালিশ তৈরি করে দেবো।
দেখবেন স্যার, লাগাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফলাফল টের পাবেন। ব্যথা কমে গিয়ে আপনি দৌড়োদৌড়ি করতে পারবেন।
একটু পরে
কি কেল্টুদা, ডেকেছো কেন?
জড়িবুটির দোকান থেকে এগুলো এনে দিতে হবে।
ওরে বাবা! ও দোকান তো দু মাইল দূরে! তার উপর এখন কি রদ্দুর!

বন্দরেতেই যেতে হবে। ঐ সব এলে স্যারের বাতের মালিশ তৈরি করবো। না গেলে স্যারকে গিয়ে আমায় এখনি রিপোর্ট করতে হবে।
রাস্তায়
কেল্টোর ঐ সব কেনার পরে আমাদের কিছু বিছুটিকা পত্র সংগ্রহ করতে হবে নন্টে!
বি-ছু-বুঝেছি! দারুণ!
বিকেলে
মালিশ রেডি। ভাঁড়ার থেকে একটা শিশি নিয়ে আসি। তোরা এদিকে একটু লক্ষ্য রাখিস।
নিশ্চয় কেল্টুদা!
কেল্টোটা ফিরছে কি না লক্ষ্য রাখিস নন্টে!
ঠিক আছে ফন্টে!
এনেছি স্যার! আমার মেজো বিখ্যাত ভিষগাচার্যের ফর্মুলায় তৈরি। লাগাবার পরেই দেখবেন কি রকম ঠাণ্ডা লাগছে।
তাহলে তুই ভালো করে লাগিয়ে দে।
আচ্ছা স্যার, লাগিয়ে দিচ্ছি।
একটু পরে
একিরে কেল্টু? ঠাণ্ডার বদলে চিড়বিড় করছে কেন রে?
উঃ! তাইতো স্যার!
বাপরে! গেলুমরে! মলুমরে!
উরেঃ! আঃ! স্যারে, মেজোর ফর্মুলা—
নিকুচি করেছে ফর্মুলার! একটু অবসর হোক, তোর পিঠের ছাল ছাড়াবো আজ।
যে ডোজে বিছুটিকা পত্র চূর্ণ পড়েছে তাতে ছাল ছাড়াবার অবসর মিলতে দেরী হবে। চল ততক্ষণ আমরা একটু ঘুরে আসি।
চল্।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
একক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান
বাঁশী ও সেতার
শিল্পী
কেল্টুকুমার
বাস, এখানে লাগালেই সবার নজরে পড়বে।
কি ব্যাপার রে ফন্টে! কেল্টো বাজাবে বাঁশী আর সেতার?
তাইতো! ও এসব চর্চা করলো কবে।
কি কাণ্ড কেল্টুদা? যদ্দূর জানি তুমি ওসব বাজানো দূরের কথা ছুঁয়েও দেখোনি! সেই তুমি ওসব বাজাবে!
শ্রোতারা তোমাকে ঠ্যাং ধরে কেল্টো ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র দেখিয়ে দেবে যে!
তুই থাম দিকি ফন্টে! বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে বাঁশী আর সেতার বাজিয়ে শ্রোতাদের আমরা মোহিত করে দেবো!
সে কি, কেল্টুদা! আমরা মানে? বাজাবে তো তুমি!
ঠিক কথা, কিন্তু বাইরে বাজাবো আমি, ভেতরে তোরা!
তার মানে?
মানে-সিনেমায় দেখেছিস তো কেমন একের গান অন্যের গলায় চাপিয়ে দিচ্ছে। সেই রকম আমি স্টেজে বসে বাঁশী বা সেতার বাজাবো, আর ফন্টে পর্দার আড়ালে ঠিক আমার পেছনে থাকবে রেকর্ড প্লেয়ার আর বাঁশী, সেতারের রেকর্ড নিয়ে,-

– তারপর আমি কাশির গুঁতো মেরে ওকে সংকেত করবো, সেতার হলে একবার, বাঁশী হলে দুবার। আর ও সেই মতো সেতার বা বাঁশীর রেকর্ড চালিয়ে দেবে আর আমি বাইরে বাঁশী বা সেতার বাজাবার অ্যাকটিং করবো। কেউ বুঝতেই পারবে না। আর নন্টে বাইরে থাকবি কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে।
দারুণ আইডিয়া খাটিয়েছো তো!
সেইমতো অনুষ্ঠানের দিন
সঙ্গীতের ওপর স্যরের খাট মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শুরু হচ্ছে বাঁশী ও সেতারের একক অনুষ্ঠান। শিল্পী কেল্টুকুমার! প্রথমে বাঁশী।
আপনাদের শুভেচ্ছা নিয়ে প্রথমে বাঁশী শুরু করছি।
ওদিকে ফন্টে
ফোঁৎ ফোঁৎ!
এইরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! একটা গুঁতো, তার মানে সেতার।
হিঃ হিঃ! কেল্টুকুমার বাঁশী দিয়ে সেতার বাজাচ্ছে রে!
হাঃ হাঃ! সেতার দিয়ে তারপর বাঁশী বাজাবে!
হোঃ হোঃ!
সঙ্গীতে ম্যাজিক দেখাবার জন্যে আমার অভিনন্দন।
আমরাও একে একে জানাচ্ছি।
হোঃ হোঃ!
বেচারা কেল্টোকে এভাবে ভোবানো উচিত হয়নি নন্টে।
স্যারের বক্তৃতা সমস্ত শুনতে ঘুমিয়ে পড়েই তো এই দুর্ঘটনা ঘটে গেলো মাইরি!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমাকে একটা কলা দাও না গো নেংলু কা!
আবদার! কলা খাবে! আমি এটা হাটে বেচে দু পাইস আনতে যাচ্ছি!
একটু পরে
উঁ উঁ!
!
?
কাঁদছিস কেন রে হুলো?
দেখো না নন্টেদা! নেংলুকা এক কাঁদি কলা নিয়ে হাটে বেচতে যাচ্ছিলো, একটা কলা চাইলাম দিলো না — কত কি সব বললো। উঁ উঁ উঁ!
কি চামার রে নেংলুকাটা! হুলোকে একটা কলা দিতে পারলো না? চল্ তো দেখি নন্টে!
কাঁদিস নে হুলো, ঐ কলাই তোকে এনে আমি খাওয়াবো!
কিছু পরে
ঐ যে নেংলুকা বসে আছে কলা নিয়ে। তুই চট করে লম্বা দেখে দড়ি নিয়ে আয় ফন্টে, তারপর দ্যাখ কি মজা করি!
আরো কিছু পরে
এবার নৌকো ছাড়োহে মাঝি, তাড়াতাড়ি হাটে পৌঁছুতে হবে!
নেমে আয় নন্টে, আমরা পরের খেয়ায় যাবো।

রেডি থাকিস ফন্টে। এবারে অ্যাকশান শুরু হবে!
ঠিক আছে ব্রাদার!
নৌকো মাঝ নদীতে যেতেই
হেইয়োঁ!
ঝপাস!
হায় হায়, আমার কলা — আমার কলা জলে ডাইভ মেরে সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে।
এই নেরে হুলো! কত্তো কলা খাবি খা।
উরি ব্বাস নন্টেদা ফন্টেদা একেবারে কাঁদি শুদ্ধু নিয়ে এসেছো!
এর জন্যে হয়তো ঠেঙানি খেতে হবে, তা হোক তবু ঐ মা বাপ হারানো ছেলেটার মুখে হাসি ফুটেছে, কি বলিস ফন্টে?
সে কথা আর বলতে!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
একদিন সকালে
আজকের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিস ফন্টে ?
কিসের বিজ্ঞাপন রে ?
পড়েই দ্যাখ্‌না ।
চিড়িয়াখানায় আমাদের বয়সী কর্মী চাইছে । বোর্ডিং-এর ছেলেদের অগ্রাধিকার দেবে । চমৎকার একটা চান্স নিবি নাকি নন্টে ?
নিশ্চয় । কাল থেকে বোর্ডিংএ গরমের ছুটি— চল্, কালকে গিয়ে দেখা করি ।
ঠিক বলেছিস । তবে কেল্টোদা যেন জানতে না পারে ।
পরদিন
বেশী জানাজানি হবার আগে চল্ দুর্গা দুর্গা করে বেরিয়ে পড়ি ।
হ্যাঁ, চল্ ।
চিড়িয়াখানায়
দাঁড়া, কাউকে জিজ্ঞেস করি কোথায় লোক নিচ্ছে ।

আচ্ছা, এখানে কোথায় লোক নেওয়া হচ্ছে ?
ওই যে সামনে। একেবারে সিধে।
আচ্ছা এখানেই কি লোক —
হ্যাঁ! নাম-ধাম দিয়ে বসে থাকো। ভেতরে এখন লোক রয়েচে। পালা হলে ডাক পইরবে।
একটু পরে
তোমাদের লম্বর চার আর পাঁচ। এখন তিন লম্বরের ডাক পইরেচে।
আচ্ছা, ঠিক আছে।
তিন লম্বর ভিতরে যাও। এবার তোমার টেস্টো হবে।
বাইরে
তোমার নাম গদাই কুঁই ?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
বেশ, এবার লাফ দিয়ে ওটা ধরে ঝুলে পড়ো দেখি।
আচ্ছা, এবারে এটা ধরে উঠে যাও দেখি।
কিসের টেস্ট হচ্ছে রে নল্টে ?
কিছু বুঝতে পারছি না।

ওঠোওঠো—আরো তাড়াতাড়ি ওঠো।
ধপাস!
ওফ্!
কি হচ্ছেরে মাইরি?
একিরে ফন্টে! বুক চিতিয়ে ঢুকলো আর কোমর বেঁকিয়ে বেরোচ্ছে যেরে।
ওওওফ্!
এবারে চার আর পাঁচ নম্বরের একসাথে ডাক পইরেছে।
নমস্কার স্যর।
কি দুশমনের মতো চেহারা রে মাইরি!
কে নন্টে আর কে ফন্টে?
খুব পারবো স্যার!

ঠিক ঠিক পেরেছি তো স্যার?
একেবারে যেমনটি চাইছিলুম।
এসব তো আমাদের কাছে কিছুই নয় স্যার!
আমিও উঠে দেখাবো নাকি স্যার!
না, তোমাকে আর উঠতে হবে না।
কিন্তু স্যার, আমাদের কাজটা কি হবে তা
ঠিক আছে। তোমরা যখন মনোনীত, তখন জানাতে বাধা নেই।
শোন, অনেকদিন থেকে আমাদের বনমানুষের খাঁচা খালি পড়ে আছে। অথচ ট্রেনিং দিলে এরা মানুষের সব তার নকল করতে পারে বলে খুব পছন্দ করে। কিন্তু ওদের বাইরে থেকে আনাতে হয়। তাই যদ্দিন আসল না আসে, তদ্দিন নকল দিয়েই করার কথা আমরা চিন্তা করছি। কিন্তু ঠিক উপযুক্ত কাউকে পাচ্ছিলুম না –
কিন্তু তোমরা সর্বাংশে উপযুক্ত। তাই এবার তোমাদের বনমানুষ সাজিয়ে খাঁচায় পুরে – আরে কি হলো, মৃগীরোগ আছে কি?
আঁ আঁ আঁ আঁ!
চার আর পাঁচ নম্বর যে পাইলে যাচ্ছে — ধইরবো?
শিগগির এ তল্লাট ছেড়ে পালা। ধরতে পারলেই খাঁচায় পুরে দেবে।
কপ

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বুঝলি ফন্টে, তখন থেকে একটা কথা ভাবছি।
কি কথা ভাবছিস রে নন্টে ?
ভাবছি চিড়িয়াখানা থেকে হুট করে পালিয়ে না এলেই হতো।
তার মানে ওই হয়ে সেজে খাঁচায় থাকলেই হতো বলছিস ?
মন্দ হতো না। বেশ একটা মজা হতো আর মাঝখান থেকে কিছু পকেট মানি এসে যেতো।
তা মন্দ বলিসনি নন্টে। তাহলে আবার ওখানে যাবি নাকি ?
চল্। এখন তো বোর্ডিংও বন্ধ। ছুটিটা ওখানেই কাটানো যাবে।
ঠিক বলেছিস চল্ তাহলে।
এই খাঁচায় দেখছি একটা গোদা বনমানুষ রয়েছে।
আমরা কোন্ খাঁচায় ঢুকবো রে নন্টে ?
আরে! চার আর পাঁচ নম্বর আবার ফিরে এসেছো দেখছি।
হ্যাঁ, ফিরেই এলুম।

এই যে, তোমরা আবার ফিরে এসেছো। খুশী হলুম উপযুক্ত লোক পেয়ে।
বোর্ডিং না খোলা পর্যন্ত আমরা ঠিক চালিয়ে যাবো।
যাও, পাশের ঘরে গিয়ে বনমানুষের পোষাক পরে এসো। তবে খুব সাবধান- দর্শকরা যেন ধরতে না পারে।
ও বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।
কেমন দেখতে লাগছে রে ফন্টে?
ঠিক আছে স্যার।
ওরে বাবারে খেয়ে ফেললে রে! এযে সেই গোদার খাঁচায় ঢুকিয়েছে রে!
অ্যাঃ, তোরা! আমিও তোদের সত্যি ভেবে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।
আরে! কেল্টুদা তুমি!
হ্যাঁ আমি। সব বিষয়ে যোগ্যতা দেখিয়ে মনোনীত হয়েছি। এই দুর্দিনে কিছু ক্যাশ তো পকেটে আসবে। কি বলিস?
আর সেই সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিটাও বেশ কাটানো যাবে— হাঃ হাঃ হাঃ!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস ধরে অত্তো মনোযোগ দিয়ে কেল্টুদা কি দেখছে রে নন্টে ?
একফালি ময়লা ছেঁড়া নেকড়ায় তুমি কি দেখছো গো কেল্টুদা?
সূত্র খুঁজছি !
সূত্র খুঁজছো ? কিন্তু ওর সবটাই তো সূত্র দিয়ে তৈরি কেল্টুদা!
এ সূত্র সে সূত্র নয় রে মুখ্যু ! এ হচ্ছে অপরাধের সূত্র — আমি সেই সূত্র খুঁজছি।
সে কি কেল্টুদা ! তুমি আবার গোয়েন্দাগিরি করছো নাকি ?
এখনো করিনি। তবে এবারে করবো। দেখবি কি রকম চমক লাগিয়ে দেবো।
তোরা এসেছিস ভালোই হয়েছে। তোদের আমি আমার অ্যাসিস্টেন্ট করে নিলুম।
কাল থেকে তোরা রাস্তায় নজর রাখবি। যদি দেখিস কেউ কিছু হারিয়েছে তাহলে আমাকে এসে খবর দিবি।
ঠিক আছে কেল্টুদা।

পরদিন
নারদিকে কড়া নজর রাখবি ফন্টে!
সে আর তোকে বলতে হবে না নন্টে!
দু'ঘন্টা পর
এতোক্ষণ ঘুরে ঘুরে পায়ের নড়া ছিঁড়ে গেলো, তবু কেউ কিছু হারিয়েছে এমন কাউকে খুঁজে পেলুম না মাইরি!
যা বলেছিস। সবাই যেন কিছু হারাবো না পণ করে বসে আছে!
আরো আধঘন্টা পরে
এদিকে দ্যাখ্ নন্টে! ঐ বুড়ো লোকটি কিছু যেন খুঁজছে বলে মনে হচ্ছে না?
কৈ, কোন দিকে রে ফন্টে?
ঘুরে ঘুরে তালকানা মেরে গেছিস দেখছি। এই দ্যাখ্ তোর বাঁ দিকে।
হুঁ, তাইতো রে ফন্টে! নির্ঘাত কিছু হারিয়েছে। এতোক্ষণে কেল্টুদার একটা কেস পাওয়া গেলো বোধহয়।
নিশ্চয় আপনার কিছু হারিয়েছে বলে মনে হচ্ছে
ঠিক ধরেছো। দেখোনা— কতোক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই পারছি না।
আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। কেল্টুদাকে নিয়ে আসি, দেখবেন ঠিক ধরে আপনার মাল বের করে দেবে।
তাই নাকি? যাও তাহলে শিগগির তোমাদের কেল্টুদা-না-কে তাকে নিয়ে এসো।

নন্টে আর ফন্টের নানান কীর্তি (তৃতীয় পর্ব)—নারায়ণ দেবনাথ

র‍্যাবিশ! আপনি কি ভেবেছেন ওর ভেতর থেকে পাঁক ঘেঁটে আপনার ঐ দুটো পয়সা তুলবো? পাঁক নয়, আমি রহস্য ঘাঁটি, বুঝলেন?
তোমার চেলারাই তো বললো হে, যে তুমি একেবারে ঝট্ এসে পট্ ওটা তুলে দেবে। মুরোদ নেই মুখেই যতো হম্বাই-তম্বাই। এতোক্ষণ চেষ্টা করলে নিজেই তুলতে পারতুম।
তাহলে চেষ্টা করে তাই আবার পারুন।
এসব ব্যাপারে অনুসন্ধানী চোখ থাকা চাই। আর তার জন্যে দস্তুরমতো গবেষণা দরকার। ওসব তোদের কম্ম নয় বুঝলি।
এই আমি — আমি একনজরে দেখলেই বুঝতে পারি কোনটায় রহস্যের গন্ধ আছে কোনটায় নেই। আমার এই চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। এ চোখে যদি একবার পড়ে তাহলে আর —
দাঁড়া-দাঁড়া! সামনের ব্যাপারটা কেমন যেন ঠিক স্বাভাবিক ঠেকছে না।
রহস্যের গন্ধ পেয়েছো নাকি কেল্টুদা?
আমি জোর করে বলতে পারি যে ঐ লোকটা ঐ ছেলেটাকে গুম করবার চেষ্টা করছে।
বলো কি!

একটু পরে
ওদের কথাবার্তাও শোনা দরকার। এতো পেছন থেকে কিছু শোনা যাচ্ছে না। চলো একটু সামনে এগিয়ে যাই।
দ্যাখ্ নন্টে আমার অ্যাসিসটেন্ট হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তোর কি রকম বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে। ওদের কথা শুনলে আমার অনুমান যে কিরকম অভ্রান্ত তা বুঝতে পারবি।
কৈ, এখনো তো দিলে না। তখন তো এই দিচ্ছি বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে এখন খালি দেবো দেবো বলছো তখন থেকে।
ভয় পাচ্ছিস কেন? দেবো বলেছি যখন তখন দেবোই।
নিজের কানে শুনলি তো? তাহলে বুঝে দ্যাখ আমার অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি কতোখানি তীব্র! কি রকম এক নজর দেখেই বুঝে নিয়েছি যে এটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের ব্যাপার।
কেল্টুদা, আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখনি ওকে উদ্ধার করে আনি।
সত্যি
তোরা অধৈর্য হোসনে। তাড়াহুড়োতে সবকিছু পণ্ড হয়ে যেতে পারে। শুধু জেনে রাখ্, একবার আমার চোখে যখন ও পড়েছে, তখন আর পরিত্রাণ নেই।
ওদের অনুসরন করে আমার আরো অনেক তথ্য জানা প্রয়োজন। তবে ছেলেটাকে কোনরকমে যদি কিছুক্ষণ একা পেতাম তাহলে কাজ অনেক সহজ হতো।
তাহলে এক কাজ করলে হয়না কেল্টুদা?

কি কাজ রে?
আমি আর নন্টে যদি কায়দা করে ঐ লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে যাই তাহলে তো তুমি ছেলেটাকে একা পেয়ে ওর কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিতে পারো।
আরে না-না। এখনো ও ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। যে ও আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু তোরা ওসব ছেলেমানুষী করতে গেলেই ওর মনে সন্দেহ হবে। আর তাহলেই সব গুবলেট। যতটা পারা যায় ওদের কথা থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে নি।
যা দেবে বলেছো তা এখুনি না দিলে আমি আর এক পা ও নড়বো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাবো!
উঃ! ঢের ঢের ছেলে দেখেছি কিন্তু এরকম ছিদে ছেলে কখনো চোখে পড়েনি!
শুনেছিস? এটাই প্রথম নয়। তার মানে এ ব্যাপারে ওটা একেবারে নাটেগুরু! ঠিক আছে যাদুধন, তোমার পেটুলে চাঁদ আমিও রয়েছি ফাঁদ!
ঠিক আছে, চল্ তোর জিনিস আমি কিনে দিচ্ছি।
না, আমি যাবো না। তুমি কিনে এনে আমার হাতে দেবে।
বেশ তাই আনছি। কিন্তু তুই এখান থেকে এক পা ও নড়বি না। তোকে আজ আমি নিয়ে যাবোই।
নিয়ে তোমায় যাওয়াচ্ছি বেল্লিক! এই আমার সুযোগ। ছেলেটার কাছ থেকে ভালো করে জেনে নিচ্ছি। তোরা ওর দিকে আমার দিকে নজর রাখ্।
ঠিক আছে।

তারপর ওর অভিভাবকের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে।
ওরে বাবা, এতো ব্যাপার!
তুমি এতো সব খবর জানলে কি করে গো কেল্টুদা?
ওরে এর নামই হচ্ছে অনুসন্ধানী চোখ। ওর ভাবভঙ্গিতেই আমি সব কিছু ধরে ফেলেছি।
লোকটার কাছ থেকে ঐ হতভাগ্য ছেলেটাকে জোর করে কেড়ে আনা যায় না কেল্টুদা?
এসব ব্যাপারে কোন গোঁয়ার্তুমি চলে না, বুঝলি বোকারাম!
কেন কেল্টুদা? তুমি তো অন্তঃদৃষ্টিতে সব জেনেই ফেলেছো, তবে আর তোমার এতো ভয়টা কিসের?
আরে ভয় নয়, আমি শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছি, তারপর দেখবি আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধির কেরামতি।
অপহরণকারীর ষণ্ডা চেহারা দেখে কেল্টুদা বোধহয় ভড়কে গেছে।
ওরে ভড়কাবার পাত্র এই কেল্টুরাম নয়। যখন ব্যাটাকে আমার কব্জায় আনবো তখন দেখবি ওই ষণ্ডা কুঁকড়ে একেবারে মূষিক হয়ে গেছে।

এই যে খোকা! যে লোকটার সঙ্গে তুমি যাচ্ছো, সে তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে তাই না?
হ্যাঁ। দেখোনা, কতো করে বললুম যে যাবোনা। তবু টফি আর এটা ওটা কিনে দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি জানলে কি করে।
আমাকে জানতে হয়। তবে তোমার আর ভয় নেই। আমি তোমাকে উদ্ধার করে বাড়িতে তোমার বাড়িতে রেখে আসবো।
সত্যি বাড়িতে নিয়ে যাবে? কি মজা! তাহলে এখুনি চলো
দাঁড়াও, যাবার আগে ওই গুণ্ডা বদমায়েসটাকে ছেলেচুরির সাজা দিয়ে যেতে হবে।
গুণ্ডা, বদমাইস, ছেলেচোর আবার কে?
কি হয়েছে রে পোঁটা?
ওই তো! যে মহাপ্রভু এদিকে আসছেন। তবে ওর সব জারিজুরি এখানেই শেষ।
এইরে!
এই ছেলেটা এসে আমাকে বলছে তুমি গুণ্ডা বদমাইস ছেলেধরা। সত্যি নাকি বাবা!
বটে!
য়্যাঁ! বাবা!
নন্টে, ওয়েদার খুব খারাপ।
হ্যাঁ, বাবা! আর এই থাবায় তোর মুণ্ডুটা ধরতে পারলে ধড় থেকে উপড়ে নেবো হতচ্ছাড়া নিটলে।
ছেলেটাকে কতো ভুলিয়ে ভালিয়ে ইস্কুলে নিয়ে যাচ্ছি, আর হতভাগা এসেছে ছেলেধরা ধরতে।
নন্টে, গোয়েন্দা কেল্টুর মুণ্ডু উপড়ে নিয়ে ফেরার আগেই চল আমাদের মুণ্ডু নিয়ে আমরা সরে পড়ি।

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
পূজোর ছুটিতে বোর্ডিং হাউসে — এক সকালে।
ভাঁড়ার ঘর
এদিকে এখন কেউ নেই। দেখি এই তালে যদি কিছু সাঁটানো যায়।
ফন্টেটা নিশ্চয় কিছু খ্যাঁটাবার জন্যে চুপি চুপি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকছে।
সামান্য ব্যাপারে ফন্টেটা সেদিন সকলের সামনেই স্যারকে দিয়ে রাম ঠ্যাঙানি খাইয়েছিল। আজ আমি চান্স পেয়েছি।
সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে।
স্যার, শীগগির একবার আমার সঙ্গে আসুন।
রাতমোহানার বালুচরে সব ব্ল্যাক ডায়মণ্ড খুন হয়েছে, এই মোক্ষম জায়গায় তুই এসে উদয় হলি! কেন, হয়েছেটা কি?
এতক্ষণে বোধহয় সব সাফ করে ফেললো!
কি আশ্চর্য! কে কি সাফ করলো! আমি তো আজ কাউকে কিছু পরিস্কার করতে বলিনি!

সে সাফ নয় স্যার! ফন্টে চুপি চুপি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে সব খাবার-দাবার খেয়ে সাফ করে দিলে তাই বলছি।
কী এতবড় সাহস! থালধারে ছিপ ফেলে ওকে আমি ছিপের দিকে নজর রাখতে বলে এলুম — আর ও হতচ্ছাড়া কিনা এসে ভাঁড়ারে ঢুকেছে চুরি করে খ্যাঁটাবার তালে! চল্ তো একবার দেখি।
তাই তো বলছি স্যার!
আমাকে মার খাওয়াবার বদলা আজ ফন্টে পাবে।
এদিকে ফন্টে
কিছু পেটে পুরেছি। এবার কিছু পকেটে পুরে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি।
বেরোবার মুখেই —
এ্যাই মরেচে!
ওঃ!
হতচ্ছাড়া শয়তান! তোর কোথায় থাকার কথা আর তুই কোথায় রে বাঁদরে! আজ তোর খাওয়া বন্ধ।

একটু পরে
নন্টে, তুই ছিপের কাছে গিয়ে বোস্। ছিপে মাছ খেলেই আমাকে খবর দিবি। আমি ততক্ষণ দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের রহস্য কাহিনী রাজমোহানার বালুচরের বাকিটা শেষ করে ফেলি। দারুণ জমিয়েছে কিন্তু গল্পটা বুঝলি।
আচ্ছা স্যার!
আরো একটু পরে
নন্টে হতভাগাই দেখতে পেয়ে লাগিয়েছে বুঝতে পারছি।
আচ্ছা, আমিও মজা দেখাচ্ছি। মাছ ধরা বার করছি।
জলের ওপরে
ফাৎনা ডুবেছে! শীগগির স্যারকে ডেকে আনি।
স্যার, শীগগির চলুন, ডুবেছে!
আঃ! আবার এক মোক্ষম জায়গায় এসে বাগড়া দিলি। কে ডুবেছে? কোথায় ডুবেছে?

কেউ নয় স্যার, ফাংনা ডুবেছে।
সেটা পরিষ্কার করে বলবি তো। চল্, তাড়াতাড়ি চল্।
স্যার, বোধহয় বিরাট মাছ। আমিও হাত লাগাবো?
লাগা।
এদিকে
গত বছর ঐ টেকোটা আমাকে পুলিশে ধরিয়েছিলো। আজ ব্যাটকে ডাণ্ডা মেরে ওর বোর্ডিং-এর ক্যাশ নিয়ে পালাবো।
হেঁইও! হেঁইও!
সহসা
ওরে বাবা! এ যে মাছের বদলে গাছ উঠেছে রে!
আরে! এ ব্যাটা তো দেখছি আমাদের বোর্ডিং-এর সেই দারোয়ান, যাকে চুরি করার জন্যে গত বছর পুলিশে দিয়েছিলাম। এবারে বোধহয় আমাকে ডাণ্ডা মারবার ফিকিরে ছিলো, কিন্তু মাছের বদলে গাছের ঘা খেয়ে ও নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।
আজ যে ভাবেই হোক, এক মস্ত দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেলাম! সেই সুবাদে তোদের সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দিলুম। আজ মাছ পাইনি, কাল মাছ কিনে এনে আমরা ফিস্ট করবো। এবার তোমরা নিজের ঘরে যাও আর আমি নিশ্চিন্তে রহস্য কাহিনীটা শেষ করি।

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেকটা কাকা আমার জন্যে পাঠিয়েছে—এবারে এটার সদ্ব্যবহার করা যাক।
উল্‌স্‌!
চুপি চুপি কেক সাঁটানো হচ্ছে?
আরে-আরে—কে রে?
কিছু দূরে
খুব জোর হাত সাফাই করেছি। ও বুঝতেই পারেনি কে নিয়েছে। হিঃ-হিঃ-হিঃ!
যা ভেবেছি! দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি!
পরদিন
ওঃ! আজ সন্দেশ! আজকের ভোজটা খুব জোরদার হবে—উল্‌প্‌স্‌!

এবার একটা থালায় করে নিয়ে আয়েস করে সন্দেশ খাওয়া যাক।
নন্টেটা একটু সরলেই হয়।
এ্যাই-এ্যাই — কে র‍্যা !
একটু পরে
হিঃ-হিঃ, কাল থেকে বেশ চলছে, কে আনছে আর কে খাচ্ছে—হিঃ-হিঃ ! বাক্সটা বেশ বড় সাইজের অনেক মাল আছে ভেতরে।
এবার বাক্স খুলে দেখি কেমন সন্দেশ—
— তারপর টপাটপ একটার পর একটা করে মুখে—এ্যাক !
ও জিনিস মুখে একটাই যথেষ্ট, কি বলিস ফন্টে ? হিঃ-হিঃ !
বেরো হতচ্ছাড়া সামনে থেকে — নইলে থান ইঁট ছুঁড়বো।

নন্টে
আর
ফন্টে
কালকের ঝগড়ার কথা ভুলে যা ভাই ফন্টে! এক জায়গায় শশা গাছে যা শশা ধরেছে না — কি বলবো মাইরি!
সেদিন রাত্রে
দেখেছিস ফন্টে? নে বেড়া টপকে ঢুকে পড়, আমি এখানে থাকি।
তুই ঢোক আমি এখানে থাকি।
আরে যার গাছ সে তো নাক ডাকাচ্ছে, তোর আর ভয়টা কিসের!
তোরই বা যেতে তবে আপত্তি কিসের।
আমাকে ভেতরে পাঠিয়ে ধোলাই খাওয়াবার ধান্দা। মতলববাজ কোথাকার!
মুখ সামলে ফন্টে!
কে র‍্যা? শশা চুরির মতলব বুঝি? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা! উঃ, বাপরে! সাপে কামড়েছে রে!
সেরেচে
কী হবে নন্টে?
চ' এবারে দু' জনে ঢুকেলেই ঢুকে পড়ি। সব জেনে শুনে তো আর পালানো যায়না, কি বলিস ফন্টে?
যা বলেছিস! সত্যি যদি লোকটাকে সাপে কামড়ে থাকে, তবে ফেলে চলে গেলে তো পটল ডাঙ্গায় পৌঁছে যাবে!
সাপে কামড়েছে বলে চ্যাঁচাচ্ছিলে, কোথায় কামড়েছে?
এই পায়ে। আমি আর বাঁচবো না, ওহো হো!
চটপট একটা বাঁধন দিতে হবেরে নন্টে!

আমি বাঁধন দিয়ে দিচ্ছি, তুই ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়। কুইক্!
বাঁধন দিয়েছ দেখছি! গুড!
দুটো শশা খাবে বলে ওদের আমি মারতে গেনু, আর ওরা আমার জন্যে কত কি করতেছে। আমি বাঁচবো তো
কোন ভয় নেই। এবার হাসপাতাল গেলেই ভাল হয়ে যাবে। তবে এই ছেলে দুটোর জন্যেই এ যাত্রা বেঁচে গেলে!
আমার শশা সব এবার লুটপাট হয়ে যাবে! আমি বড় গরীব, ঐ শশা বেচেই আমার চলে গো বাবু!
সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, তোমার শশার যাতে ক্ষতি না হয় সে আমরা দেখবো।
নন্টে এণ্ড ফন্টে! এবার আর তোমাদের শশা খাওয়া হলো না। আমি ফন্টের কাছে সব শুনেছি।
আবার যদি তোর মতলবে কোথাও যাই তো আমার নাম নন্টে নয়।
বয়ে গেছে আমার আর তোকে বলতে, অপয়া কোথাকার!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ফন্টে! আমি নন্টে বলছি। একটা এঁড়ে গরু এসেছে, তোর খোঁয়ারেই ঢুকবে, অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কর!
কোনো চিন্তা নেই। অভ্যর্থনার সব রকম ব্যবস্থাই করছি। আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি।
আচ্ছা।
কিছু পরে
অভ্যর্থনার ব্যবস্থা রেডি! এখন খোঁয়াড়ে ঢুকতে এলেই হয়!
ঠক্! ঠক্!
নকেল এসেছে! এবার অভ্যর্থনার প্রথম রাউন্ড মুখে কালির স্প্রে!
ফ্যাচাং
দড়াম! দড়াম!
পয়লা রাউণ্ডেই ক্ষেপচুরিয়াস চাঁদু— এখনো তো আরো দু'রাউণ্ড বাকি!
এই হচ্ছে দ্বিতীয় রাউণ্ড–পায়ে হকি স্টিক লাগিয়ে হ্যাঁচকা টান–

- আর এই শেষ রাউণ্ড হলো নোংরা জলের ধারা বর্ষণ। হিঃ হিঃ!
ররর!
অভ্যর্থনার ফুল ডোজে মনে হয় বেচারা কাহিল মেরে গেছে! নন্টেটা বোধহয় দাঁড়িয়ে খুব মজা দেখছে।
এবার দরজা খুলে দেখা যাক আমাদের নয়া দোস্তের কি অবস্থা হোলো!
হিক্! স্যা স্যা স্যার!
হতচ্ছাড়া মর্কট! আমার সঙ্গে রসিকতা!
দশমিনিট পরে
দুঃখু করিস নে ফন্টে! এর সমুচিত জবাব আমরা দেবো। আয় তোর পিঠে মলম লাগিয়ে দি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কাউ বয়দের মতো দড়ির ফাঁস দিয়ে ধরার খেলাটা দেখিয়ে ফন্টেটাকে তাক্ লাগিয়ে দেবো।
এদিকে ফন্টে
দুজনে চপ কাটলেট খাবো বলে নন্টেটা আমার কাছে পয়সা রেখেছিল কিন্তু ও আসবার আগে আমিই সব সাবড়ে ফেলি।
ওদিকে নন্টে
আরে! ফন্টেটা মনে হলো হাতে কিসের ঠোঙা নিয়ে তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে গেল। দেখতে হচ্ছে তো ব্যাপারটা।
এইখানটা বেশ নিরিবিলি। এবার নির্বিঘ্নে ফিস্ ফ্রাই দিয়ে শুরু করা যাক।
কে - কি - কেন?
কে হচ্ছি আমি, কি হচ্ছে এই দড়ির ফাঁস আর কেন হল — হতচ্ছাড়া বিটকেল ফন্টেটা একাই দুজনের পয়সায় চপ কাটলেট খ্যাঁটাচ্ছে বলে।
অকস্মাৎ
পালালো–পালালো, ছিনিয়ে নিয়ে পালালো!
ছিনতাই রে ফন্টে!

মাইনের সমস্ত টাকা ছোরা দেখিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল। এবার কি হবে?
দাঁড়ান, আমরা দেখছি।
কিছু দূরে
ওঃ! আজ মোটা মাল পাওয়া গেছে। এবারে গুণে দেখি।
ঐ যে হতচ্ছাড়াটা টাকা গুণছে।
দাঁড়া নন্টে তোর দড়ির খেল।
সাড়ে পাঁচশো! ইস্ আজ কার মুখ দেখে— আরে—
— আরে একি? আঁই!
ঘাবড়াবার কিছু নাই। আমরা পুলিশে খবর দিয়ে যাবোখন তারাই এসে তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।
এই নিন আপনার টাকা শুদ্ধ ব্যাগ।
কি বলে যে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবো—তোমরা দীর্ঘজীবী হও।
পরে
নেহাৎ আজ শরীর খারাপ, নাহলে দড়ি দিয়ে বাঁধার মজা টের পাইয়ে দিতুম।
আমারও তাই। নইলে আমিও চুরি করে খাওয়ার মজা দেখাতুম।

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
চল নন্টে! নদীর ধার থেকে একটু ফ্রেস এয়ার খেয়ে আসি।
চল। অনেক দিন আমাদের ওদিকে যাওয়া হয়নি।
দ্যাখ, মনে হচ্ছে ওর বোধ হয় সাহায্যের প্রয়োজন।
ঠিক বলেছিস।
ছোঁড়া দুটো দেখছি খুব ফুসুর ফুসুর করছে, কোন বদ মতলব নেই তো?
ঠাকুমা, পুঁটলি নিয়ে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। ওটা আমাদের দিন আমরা বয়ে দিচ্ছি।
তখনি বুঝেছিনু মতলব ভালো নয়। আমার পুঁটলির দিকে নজর, এই খাওয়াচ্ছি তোকে হতভাগা!
ফন্টে! হেল্প!

আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিবি, এতোবড়ো ক্যামতা !
ফন্টেরে গেলুম !
নিয়াঁও !
এদিকে হঠাৎ
হায় সব্বনাশ ! আমার পুঁটে বুঝি গাড়ি চাপা পড়ল !
ফন্টে ! আমি তো ক্যাপ্টেন তুই ছোট, কুইক !
ভোঁক ! ভোঁক !
এই যে ঠাকুমা আপনার পুঁটে !
সাবাশ ফন্টে !
তোরা আমার মা মরা নাতি পুঁটেকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিস, অথচ ভুল বুঝে তোদের নিগ্রহ করেছি। এই নে দাদারা রসবড়া খা। আর তোর ঝুঁটি ধরে বড্ডো নাড়া দিয়েছি, তুই দুটো বেশী খা।
একটু পরে
নন্টে ! তুমি বেশী খ্যাঁটাবে, ওসব চলবে না। ভাগ দে বলছি !
মাইরি আর কি ! ওসব পোঁয়াজী ভুলে যাও বন্ধু !
আচ্ছা -- মনে রাখিস, আমার নাম ফন্টে ! দেখে নেবো তোকে।
আরে যা যাঃ ! আমিও নন্টে -- দেখে নিতে আমিও জানি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই দ্যাখ নন্টে! দড়ি আর হুক জোগাড় করেছি। আমরা পাহাড়ে চড়বার কায়দাটা বপ্ত করবো।
সে তো বেশ মজাই হবে— কিন্তু এখানে পাহাড় পাবি কোথায়? তা ছাড়া আজ জোরদার খ্যাঁটের ব্যাপার আছে জানিস তো। তাই বলছি—
আরে বোকা, পরিশ্রমে খিদে আরো চনচনে হবে। আর পাহাড় নাই থাকলো, কুঁচকেদের উঁচু পাঁচিলটা রয়েছে তো।
ব্যস! এবার এটা ছুঁড়ে দিলেই পাঁচিলের মাথায় আটকে যাবে। তারপর দড়ি বেয়ে আমাদের কসরৎ।
দ্যাখ, এবার আমি উঠবো। পাঁচিলের মাথায় আমি ওঠবার পর তুই।
অল রাইট ব্রাদার! এরপর আমরা হিমালয়ের শৃঙ্গ জয় করতে যাবো!
কি রকম মনে হচ্চে বলতো?
ওঃ! মনে হচ্ছে তুই যেন একেবারে হিমালয়ের চুড়োয় উঠছিস নন্টে!

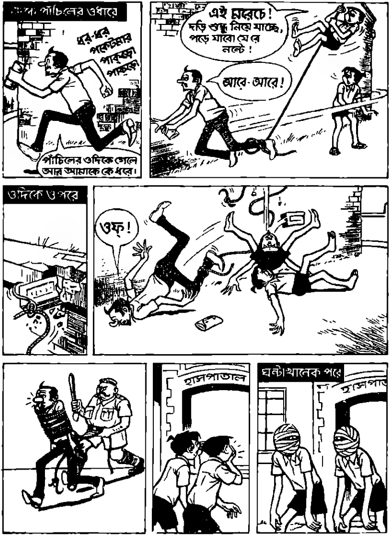
পাঁচিলের ওধারে
ধর-ধর পকেটমার পাকড়ো পাকড়ো
পাঁচিলের ওদিকে গেলে আর আমাকে কে ধরে।
এই মরেচে! দড়ি শুদ্ধু নিয়ে যাচ্ছে, পড়ে যাবো যে রে নন্টে!
আরে-আরে!
ওদিকে ওপরে
ওফ্!
হাসপাতাল
ঘন্টাখানেক পরে

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বালক ভোজনের জন্যে পাড়ার সবাই অর্থসাহায্য করেছেন, এক গোঁসাই বাবাজী ছাড়া।
গোঁসাই বাবাজী দিলে না কেন পাবলুদা? কি বললে?
বললে ভূত ভোজন করিয়ে অর্থনাশ করে কোন লাভ নেই। বরঞ্চ সুদে খাটালে দুপয়সা আসবে।
বলো কি গাবলুদা! ঐ সুদখোর কঞ্জুস ভণ্ডটা তোমাকে এই সব কথা বললে। একটা সৎ কাজের জন্যে পাঁচটা টাকা দিতে পারলে না!
না দিলে তো কি আর করা যাবে। ও ছেড়ে দে।
গাবলুদা বলছে ছেড়ে দিতে। কিন্তু অমনি ছাড়বো! অশালীন উক্তির জন্যে পাঁচের দশগুণ আদায় করে ছাড়বো!
কিন্তু জুলুম করলে গাবলুদা রাগ করবেন ফন্টে!
জুলুম কেন! নিজেই দেবে. আচ্ছা, বাবাজী তো মাছ মাংস কিছুই খায় না, তাই না রে নন্টে?
হ্যাঁ! বৈষ্ণব কিনা তাই ঘোরতর নিরামিশাষী! ঠাকুরের কাছে ভোগ দিয়ে তার প্রসাদ খায়!
একটু পরে
যে রকম বলেছি বাজার থেকে কিনে রেস্টুরেন্ট থেকে ভাজিয়ে নিয়ে আসবি।
কিন্তু ও দিয়ে কি হবে রে ফন্টে!

দুপুরে গোঁসাইজীর বাড়িতে
রাধেকৃষ্ণ! বাবাজীদের তো বলেই দিয়েছি অর্থ দিয়ে অনর্থ করতে পারবো না। রাধেকৃষ্ণ।
ওই সব অপকর্ম করতে আসিনি প্রভু! আমরা আপনার প্রসাদ পেতে এসেছি!
বাবাজীদের সুমতিতে আমি যারপর নাই পুলকিত! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করো, আমি প্রসাদ নিয়ে আসছি। রাধেকৃষ্ণ!
নন্টে, এই তালে প্যাকেটটা দে!
ভোগ কেমন লাগছে বাবাজীরা?
কুচো চিংড়ি সহযোগে ভোগটা অতুলনীয় খোলতাই হয়েছে প্রভু! এটা আর একটু পেতে পারি?
বলিস কি অর্বাচীন পাষণ্ড! আমার ভোগে মৎস! রাধেকৃষ্ণ!
আপনি নিজেই দেখুন না প্রভু! চিংড়িগুলিকে এর মধ্যে ভেজে দেওয়াতে আরো উত্তম হয়েছে!
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ তাইতো দেখছি!
চল্ নন্টে, সবাইকে উপাদেয় প্রসাদ পাবার জন্যে প্রভুর কুঞ্জে পাঠিয়ে দি। সঙ্গে একটু নমুনা নিয়ে যাই।
রাধেকৃষ্ণ! তোমরা যা কি একটা কর্ম করছো?
ওসব ফেলে দিন প্রভু! ও হলো গিয়ে যতো অপকর্ম!
না, না, ওসব হচ্ছে অত্যন্ত সৎকর্ম! বালকের মধ্যেই তো কৃষ্ণ! এই লাও একশত টাকা!
এই লাও গবলুদা! বালক ভোজন উপলক্ষে গোঁসাইজীর দান একশত টাকা!
তোরা ম্যাজিক জানিস দেখছি!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আরে সাবাশ! অনেক কেক রয়েছে! রাঁধুনীঠাকুরও রান্নাঘরে নেই দেখছি
এইরে! কেউ আসছে শুনতে পাচ্ছি!
এই— আমি দেখলাম যে একটা ইঁদুর কেক খাচ্ছে তাই ওটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম!
ইন্দুর!
ওঃ! মাথায় একটা দারুণ মতলব এসেছে!
ইক! ইন্দুর চুহা!
বচাইয়ে!
হোঃ হোঃ! ইঁদুর ছিলো এবার বিশ্বাস করবে!

এই তালে আরো কিছু কেক সরিয়ে ফেলি আর ব্যাটা ঠাকুর ভাববে এও ইঁদুরে নিয়েছে! হিঃ হিঃ!
মরেছে! কেল্টে যে আমাদের স্পেশাল টিফিনের কেক থেকে একগাদা মাল সরিয়েছে মাইরি!
ঠাকুর বলছিলো কেক নাকি ইঁদুরে খেয়েছে। এবার ইঁদুর ধরছি! তোর কাছে যে ম্যাজিক কেকটা আছে কামড়ালে কিচ কিচ শব্দ হয় ওটা দেতো আমাকে চট করে!
সিঁড়ির নীচের চোরকুঠুরীতে বসে বেশ আয়েশ করে এগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাবে!
ঠাকুর তোমার জন্যে একটা ইঁদুর ধরা কল এনেছি এই নাও!
বহুত ভালো হুইয়েসে।
কিচি কিচ!
ইস কোঠরী মে জরুর ইঁন্দুর আছে!
কিচি কিচ!
গেঁছিরে!
আরে, ই তো দো পাইয়া ইঁন্দুর 'হোঃ হোঃ!
হাঃ হাঃ!
ওও-ওও!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
রাতে বোর্ডিং পাহারা দেবার জন্যে একটা কুকুর নিয়ে এলাম রে কেল্টু!
খুব ভালো করেছেন স্যার!
দিনকাল মোটেই ভালো নয়। চারদিকে চুরি আর ডাকাতি হচ্ছে। তাই সাবধান থাকা ভালো।
পরদিন সকালে
কি সর্বনাশ! আমার ঘরেই শিক বেঁকিয়ে চুরি— কেল্টু, কেল্টু!
তাইতো ভাবছি কুকুর পাহারা থাকতেও চুরি হয় কি করে। দ্যাখ, হতচ্ছাড়া সারারাত ঘুমিয়ে এখনো ঘুমুচ্ছে। তার মানে ওর উপযুক্ত ট্রেনিংএর অভাব।
ফোঁস রর ফোঁস!
শোন কেল্টু, আমি বেতো রুগী, আমি ঠিক পারবো না। তাই তোর ওপর ওর ট্রেনিংএর ভার রইলো।
কিচ্ছু ভাববেন না স্যার! একেবারে বাঘের বাচ্চা বানিয়ে ছেড়ে দেবো।
হুঁঃ! কুকুর নিয়ে আমি দৌড় ঝাঁপ করতে গেলুম আর কি! নন্টে আর ফন্টেকে ভুজুং ভাজাং দিয়ে কাজ হাসিল করবো।

তোদের একটা কাজ করতে হবে। স্যারের কুকুরটাকে চোর ধরবার উপযুক্ত করে ট্রেনিং দিতে হবে। ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে আমাকে বলবি। আমিই পারতুম কিন্তু আমাকে নানা কাজে থাকতে হয় — অবশ্য এর জন্য তোদের সব দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেবো।
ঠিক আছে। দুজনে পালা করে ট্রেনিং দিয়ে দেবো।
কাজ না কচু। খালি খাবে আর শোবে। দ্যাখনা ওর ফাঁদেই ওকে ফেলছি।
কেঁউ কেঁউ!
গরররর!
ঘেউ ঘেউ!
ট্রেনিং আজই শেষ। বিকেলেই নন্টে তোমাকে কুকুর দিয়ে দেবে।
বিকেলে
দেখুন স্যার কি একখানা ট্রেনিং। চোরের বাপের সাধ্যি নেই আর পালায়।
গররর!
ওরে গেছিরে! আমাকে ও এভাবে কামড়াতে আসছে কেন রে কেল্টু?
এই দেখুন স্যার! এই জন্যেই ও আপনাকে দেখে কামড়াতে গিয়েছিল।
হতচ্ছাড়া মর্কট! আমার নকল মূর্তি দেখিয়ে আমারই কুকুর ট্রেনিং। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।
ছেঁচোরি স্যার! আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা দেখে নেবো আমি।

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এক রবিবার
হেডমাস্টার স্যার আমাকে প্রজাপতি ধরতে বলেছেন। কাল ক্লাশে পতঙ্গ সম্বন্ধে বোঝাবেন।
আমাকেও বলেছেন।
আমি এই ঝোপটার ওদিকে ধরি আর তুই এদিকে ধর।
আচ্ছা।
একটু পরে
ঐ যে একটা বসে আছে। ব্যাটাকে ঝপ করে ধরে ফেলবো।
আফ্‌স্‌!
যাবি কোথায় হতচ্ছাড়া! তোকে আমি ধরবই।

এদিকে ফন্টে
নন্টের তাড়া খেয়ে এদিকে এসেছে, এটা বসলেই ধরতে হবে।
পার্ক
লোকটার টাকে গিয়ে বসেছে। যাকে ধরতে সুবিধেই হবে।
পার্ক
এইরে! এযে স্বয়ং হেডমাস্টার স্যার!
বুঝেছি তোরা ইচ্ছে করে করিসনি, কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধানে কাজ করবি। মনে থাকবে তো?
হ্যাঁ স্যার! মনে থাকবে।